পাক্ষিক

আহমদী

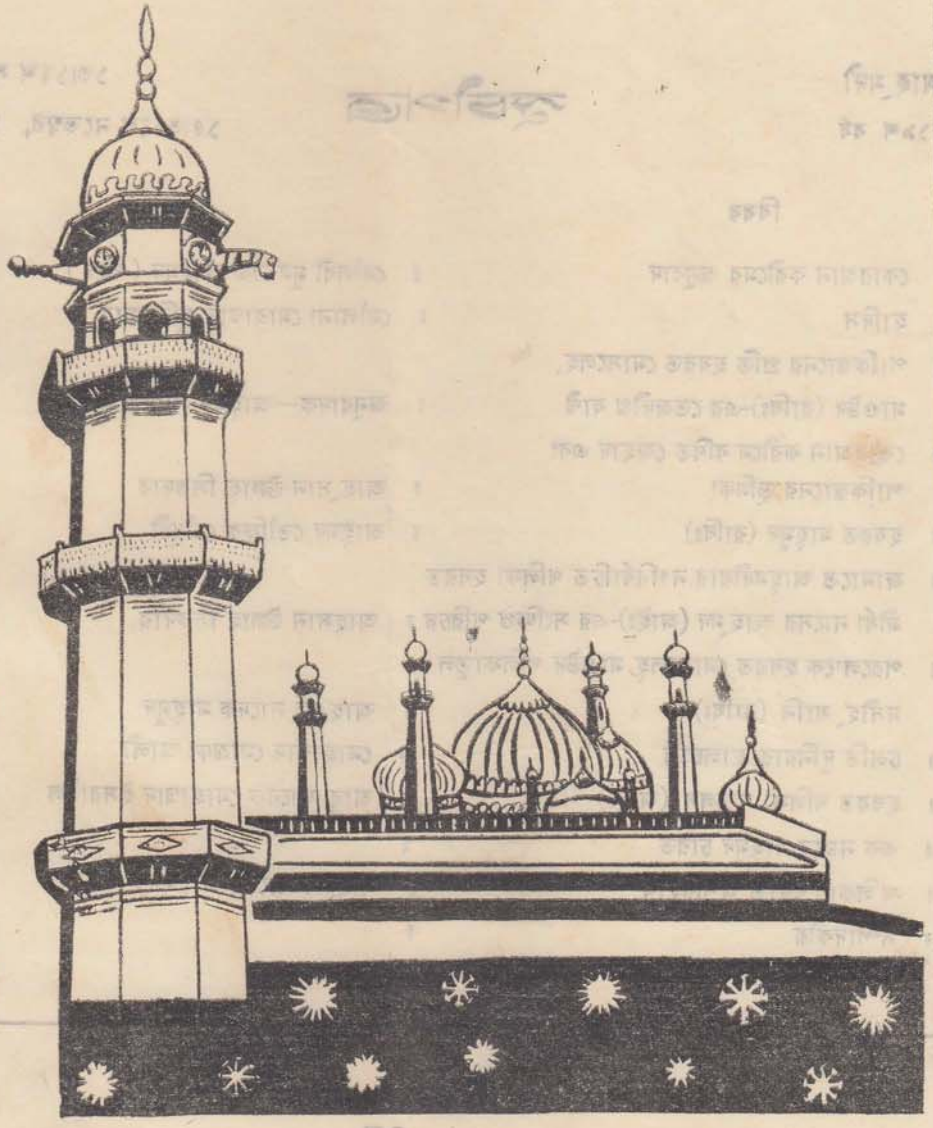

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা	১৩।১৪শ সংখ্যা	বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা	১৫।৩০শে নভেম্বর, ১৯৬৫	অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
১৯শ বর্ষ

সূচীপত্র

১৩।১৪শ সংখ্যা
১৫।৩০শে নভেম্বর, ১৯৬৫ ইসাব্দ।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহমদ (রহঃ)	২৮৩
হাদিস	মৌলানা মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ্‌	২৮৫
পাকিস্তানের প্রতি হযরত মোসলেহ্‌ মাওউদ (রাযিঃ)-এর তেজদীপ্ত বাণী	অনুবাদক—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২৮৬
কোরআন করীমে বর্ণিত জেহাদ এবং পাকিস্তানের ভূমিকা	আহ্‌সান উল্লাহ্‌ সিকদার	২৮৭
হযরত মাহ্‌মুদ (রাযিঃ)	আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	২৯২
জামাতে আহ্‌মদীয়ার নবনির্বাচিত খলিফা হযরত মীর্যা নাসের আহ্‌মদ (আইঃ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়	আহ্‌সান উল্লাহ সিকদার	২৯৪
পরলো'কে হযরত মোসলেহ্‌ মাওউদ খলিফাতুল মসীহ্‌ সানি (রাযিঃ)	আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২৯৬
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	৩০৩
হযরত খলিফা সালেস (আইঃ)	আবু আরেফ মোহাম্মাদ ইসরাইল	৩০৭
এক নজরে মাহ্‌মুদ চরিত		৩০৯
খলিফার বয়াত অপরিহার্য	আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	—কভার দ্রঃ
সম্পাদকীয়		৩১১

For
COMPARATIVE STUDY
OF
WORLD RELIGIONS
Best Monthly
THE REVIEW OF RELIGIONS
Published from
RABWAH (West Pakistan)

হযরত মোসলেহ্ মাওউদ খলিফাতুল
মসীহ্ সানি (রাযিঃ)

জন্ম ঃ ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইসাব্দ—মৃত্যু ঃ ৮ই নভেম্বর, ১৯৬৫ ইসাব্দ

পরলোকে
হযরত মোসলেহ্ মাওউদ (রাজিঃ)

আমাদের প্রিয় নেতা, হযরত মীর্যা বশিরুদ্দিন মাহ্মুদ আহ্মদ (রাজিঃ) আর ইহজগতে নাই। আমাদিগকে শোক সাগরে ভাসাইয়া তিনি গত ৮ই নভেম্বর ভোর ২-২০ মিনিটে (পূর্ব-পাকিস্তান সময় ভোর ৩-২০) রাবওয়াতে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না এলাইহে রাজেউন)। মৃত্যুকালে হুজুরের বয়স ৭৭ বৎসর হইয়াছিল।

ভাইসব দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহাকে বেহেশ্তে অতি উচ্চ স্থান দান করেন।

নূতন খলিফা নির্বাচিত

হযরত মীর্যা হাফেজ নাসের আহ্‌মদ (আইঃ) তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি হযরত মোসলেহ্‌ মাওউদ মীর্যা বশিরুদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্‌ সানি (রাজিঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

খলিফা নির্বাচনী সংস্থা নূতন খলিফা নির্বাচনের জন্য এক জরুরী অধিবেশনে মিলিত হয় এবং উক্ত নির্বাচনী সংস্থার রায়ে হযরত মীর্যা হাফেজ নাসের আহ্‌মদ (আইঃ) খলিফা নির্বাচিত হইয়াছেন। আল্‌-হামদুলিল্লাহ্‌।

আপনারা দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তায়ালা উক্ত নির্বাচনকে ইসলামের জন্য মোবারক করেন।

হযরত মীর্যা নাসের আহ্‌মদ, খলিফাতুল
মসীহ্‌ সালেস (আইঃ)

জন্ম ঃ ১৬ই নভেম্বর, ১৯০৯ ইসাব্দ

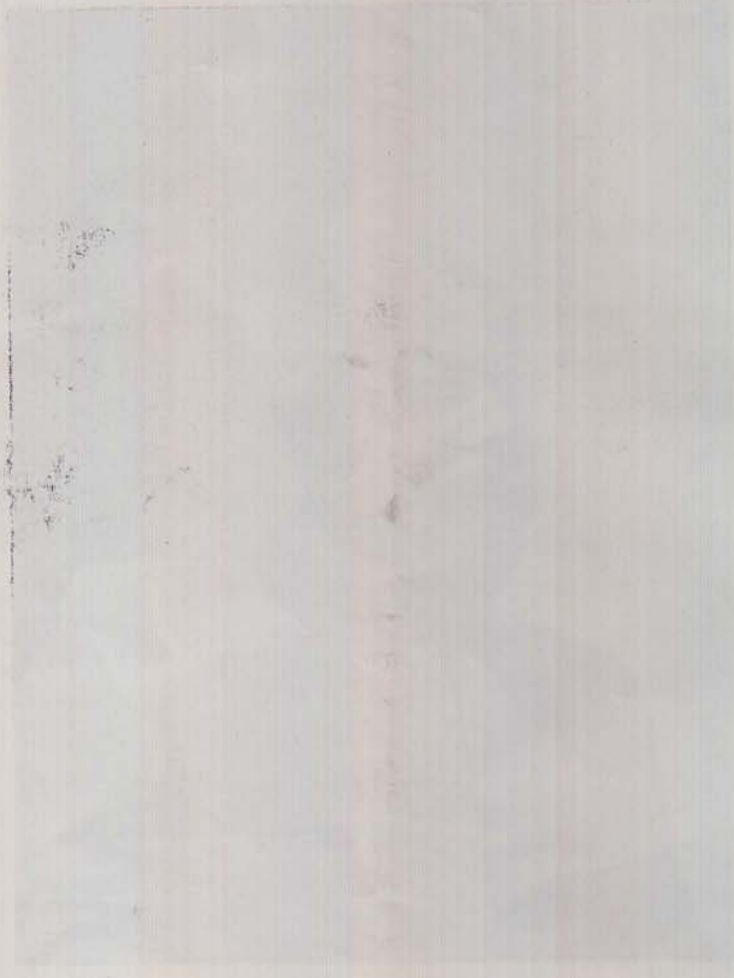

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

و علی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ১৯শ বর্ষ : ১৫।৩০শে নভেম্বর : ১৯৬৫ সন : ১৩।১৪শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্‌ আ'রাফ

৯ম রুকু

৬৬ ॥ এবং (আমরা) আদ সম্প্রদায়ের নিকট তাহাদের ভাই হুদকে (নবী করিয়া) পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিল : হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা আল্লার এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নাই। তোমরা কি তাকওয়া গ্রহণ করিবে না।

৬৭ ॥ তাহার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী প্রধানগণ বলিল : নিশ্চয় আমরা তোমাকে একেবারে নির্বোধ

দেখিতেছি এবং নিশ্চয় আমরা তোমাকে মিথ্যা-বাদী বলিয়া মনে করি।

৬৮॥ সে বলিল : হে আমার সম্প্রদায়। আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা নাই। পরন্ত আমি বিশ্বপালকের নিকট হইতে প্রেরিত রসুল।

৬৯। আমি আমার প্রভুর প্রেরিত বার্তা তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিতেছি এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্খী।

৭০॥ তোমরা কি বিস্মিত হইয়াছ যে, তোমাদের মধ্য হইতে একজনের মারফৎ তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট একটি স্মারক উপদেশ আসিয়াছে। যেন সে তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করে? এবং তোমরা সেই কথা স্মরণ কর যখন নূহের সম্প্রদায়ের পরে তিনি তোমাদিগকে (তাহাদের) স্থলবর্তী করিয়াছিলেন এবং তোমাদের গঠনকে প্রভুরভাবে বর্ধিত করিয়াছেন; অতএব তোমরা আল্লার নিয়ামতগুলি স্মরণ কর—যেন তোমরা সফলতা লাভ করিতে পার।

৭১॥ তাহারা বলিল : তুমি কি আমাদের নিকট এই জন্য (নবী হইয়া) আসিয়াছ যে, আমরা একক আল্লাহ্‌র এবাদত করি। এবং আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ যাহার এবাদত করিত তাহা পরিত্যাগ করি? অতএব যদি তুমি সত্যবাদীগণের অন্তর্গত হইয়া থাক, তবে আমাদিগকে যে ভয় দেখাইতেছ, তাহা আনয়ন কর।

৭২॥ সে বলিল : নিশ্চয় তোমাদের উপর তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে শাস্তি এবং অভিসম্পাত আসিবে। তোমরা কি এমন সেই সকল নাম সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিতর্ক করিতেছ যেগুলি তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ নামকরণ করিয়াছে—যে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নাই। অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করিতে থাকিব।

৭২॥ ফল কথা আমরা তাহাকে এবং তা'হার সঙ্গীদিগকে আমাদের নিজ দয়াগুণে রক্ষা করিলাম এবং যাহারা আমাদের নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলিত তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিলাম এবং তাহারা বিশ্বাসী ছিল না।

(ক্রমশঃ)

★

মোহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রসুল ব্যতীত আর কিছুই নহেন, তাঁহার পূর্ববর্তী রসুলগণ মরিয়া গিয়াছেন, অতএব তিনিও যদি মরিয়া যান কিংবা নিহত হন, তোমরা কি ফিরিয়া যাইবে? —কোরআন

ঃ হাদিস ঃ

মৌলানা মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ্

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيمة قال فينزل عيسى ابن مريم فيقول اميرهم صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله هذه الامة رواه مسلم -

"হযরত জাবের হইতে বর্ণিত ; রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন,—আমার উম্মতের একদল লোক কেয়ামত দিবস পর্যন্ত সদা-সর্বদা সত্যের জন্য সংগ্রাম করিয়া বিজয়ী হইতে থাকিবেন, তিনি বলিলেন, এমন কি ঈসা ইবনে মরিয়ম নাযেল হইবেন, তখন তাঁহাদের আমীর তাঁহাকে বলিবেন, আসুন আমাদের জন্য নামাযের ইমামতি করুন। তখন তিনি বলিবেন, না, নিশ্চয়ই তোমরা পরস্পর তোমাদের আমীর। এইভাবে আল্লাহ্তালা এই উম্মৎকে সম্মানিত করিয়াছেন।"

(মুসলিম শরীফ)

এই হাদীসে অতি পরিকারভাবে রহিয়াছে—আল্লাহ্-তা'লার ধর্মকে জয়যুক্ত করিবার জন্য সদা-সর্বদা একজন লোক সত্যের পথে ন্যায়ভাবে সংগ্রাম করিতে থাকিবেন, এমন কি মসীহ্ মাওউদ (আঃ) অবতীর্ণ হইবেন, এই হাদীসটি প্রত্যেক শতাব্দীতে মোজাদ্দেদ বা যুগ ইমাম-গণের আবির্ভাবে একদল মুসলিম সমাজ তাঁহাদের পতাকাতলে আসিয়া ধর্মকে জয়যুক্ত করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে থাকিবেন এই দিকেই ইংগিত দিতেছে। অবশেষে এই সংগ্রামী দলের মধ্যেই আসমানী সাহায্য লইয়া মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ইমাম রূপে অবতীর্ণ হইবেন। তখন তাঁহাকে সংগ্রামী দলের নেতা নামাযের জন্য ইমামতী করিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিবেন, নামাযের ইমামতীর জন্য তোমরাই যথেষ্ট ; কারণ আল্লাহ্তালা এই উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে এই সম্মান দান করিয়াছেন যে, এই উম্মতের প্রত্যেকেই নামাযের ইমামতী করিতে পারেন, এমন কি স্বয়ং মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-ও অন্যের পিছনে নামায পড়িতে পারেন। এই হাদীসে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগে অন্য কোন ইমাম মাহ্দীর আগমনের কথা নাই, না একথা আছে যে, মসীহ্ মাওউদ আসমান হইতে স্বশরীরে অবতীর্ণ হইবেন। এই হাদীসে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ঐশী সাহায্য এলহাম, ওহী সহকারে আগমন করিবেন এবং তিনি সবার উপরে জয়যুক্ত হইবেন। এই কথার দিকে ইংগিত আছে।

আর এই উম্মতের মর্যাদা ও সম্মানের কথা বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। নবী-করীম (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে পৌরোহিত্য-প্রথা যে নাই ইহাও পরিকার হইয়া গিয়াছে।

কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কথা অনেকেই অবগত আছেন যে, তিনিও অনেক সময় হযরত মৌলানা লিডার আবদুল করীম (রাজিঃ) এবং হযরত মৌলানা হাকিমুল উম্মত নূরুদ্দীন (রাজিঃ)-এর পিছনে নামায পড়িয়াছেন। আল্লাহ্তালার বাণীতে হযরত মৌলানা আবদুল করীমকে (রাজিঃ) 'লিডার' বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এইজন্যই হাদিসে পূর্ব হইতেই امیرهم বাণীতে সংগ্রামীদলের মহান ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমীর হইবার ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। ইহা মানুষের পরিকল্পনাধীন নহে, বরং পূর্ব হইতেই খোদাতা'লার এরাদার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে, উহাই আজ পৃথিবীতে ব্যক্ত হইতে চলিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

★

পাকিস্তানবাসির প্রতি হযরত মোসলেহ্ মাওউদ (রাজি)-এর তেজদীপ্ত বাণী

পাকিস্তানের প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর ইহা উপলব্ধি করা উচিত যে, হয় তাহাকে সম্মান ও বিজয়ের জীবন যাপন করিতে হইবে ; অথবা সম্মানজনক ও গৌরবময় মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। ইহাই একমাত্র পথ, যে পথে প্রত্যেক ভদ্র ও সম্মানী ব্যক্তির চলা উচিত—হয় সে শত্রুর উপর জয়যুক্ত হইবে, অথবা সম্মানজনক মৃত্যুবরণ করিবে।

সাহস ও বিক্রম এমন গুণ যাহা মানুষের নাম পৃথিবীতে অমর করিয়া দেয়। তোমরা কি কখনও ইতিহাসে কাপুরুষদিগের কথা পাঠ করিয়াছ যে, কোন ব্যক্তি কি প্রকারে যুদ্ধের সময় কাপুরুষতা প্রদর্শণ করিয়াছে? ইতিহাসে তোমরা কি কখনও পলায়নকারীদের কাহিণী পাঠ করিয়াছ, এবং সেই অকেজোদের কথাও তোমরা পড়িয়াছ যাহাদের নাম ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে? ইতিহাস শুধু ঐ সকল লোকের কথাই স্মরণ করে যাঁহারা জাতির জন্য কোরবাণী করে এবং নিজের জান ও মালের প্রতি বিন্দুমাত্রও খেয়াল রাখে না। এইরূপ ত্যাগ স্বীকারকারী পুরুষ, স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা সকলেই হইতে পারে। ইসলামের ইতিহাসেও এইরূপ ত্যাগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইউরোপের ইতিহাসেও ইহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এমন কি কোন কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকেরাও এরূপ কোরবাণী প্রদর্শণ করিয়াছে যাহার দৃষ্টান্ত বড় বড় বীরের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয় না।

সুতরাং, انا اعطيناك الكوثر - فصل لربك و انحر ان شانئك هو الابتر সুরাহ্টি যদিও এক অর্থে রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্য প্রোযোজ্য, কিন্তু এক অর্থে এই সুরাটিকে আজ পাকিস্তানের প্রতিটি মানুষের নিজের সম্মুখে রাখা উচিত। যথা-انا اعطيناك الكوثر অর্থাৎ—খোদা-তায়ালা আপনাদিগকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র দান করিয়াছেন যাহার মধ্যে ইসলামী পদ্ধতিতে আমল করিবার সুযোগ রহিয়াছে। এখন সুরাহ্র এই দ্বিতীয় অংশটি পূর্ণভাবে পালন করা মুসলমানদিগের নিজেদের কর্তব্য যে فصل لربك و انحر অর্থাৎ—তাহারা যেন আল্লাহ্র নিকট দোয়ায় আত্ম-নিয়োগ করে, তাঁহার এবাদত করে এবং নিজেদের জীবনকে ইসলামী আদর্শে রূপায়িত করে। আর ইহার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের দেশ, জাতি এবং ধর্মের মর্যাদা রক্ষার্থে যে-কোন কোরবানী (ত্যাগ স্বীকার) করিতে প্রস্তুত হয়। এ দুইটি বিষয় এরূপ যে মুসলমানগণ যদি তাহা কার্যে পরিণত করে তবে আল্লাহ্তায়ালা মুসলমানদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, ان شانئك هو الابتر অর্থাৎ যে শত্রু আজ পাকিস্তানবাসীকে নিষ্পেষিত করিতে চায় ; সে নিজেই নিষ্পেষিত হইয়া যাইবে, যে শত্রু তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে চায়, সে নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের উপর যে অযাচিত অনুগ্রহ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে কাওসার প্রদান করিয়াছেন, শুধু উহারই বিনিময়ে আল্লাহ্তায়ালা মাত্র দুইটি জিনিসের প্রত্যাশা করেন। একটি হইল এই যে, তাহারা যেন তাহাদের ধর্মীয় জীবনকে সংশোধন করে এবং এবাদত, দোয়া ও 'জিকরে এলাহীতে' (আল্লাহ্তায়ালার স্মরণে) মনযোগী হয়। আর দ্বিতীয় কাজ এই যে, স্বীয় ধর্মের জন্য যেন তাহারা সর্বাত্মক কোরবানী করে। আল্লাহ্তায়ালা

বলিতেছেন যে, এরূপ করিলে ان شانئك هو الابتر অর্থাৎ—দুষমন নিশ্চয়ই ধ্বংস হইয়া যাইবে। ইহা ভাবিও না যে, তোমরা সংখ্যায় অল্প। ইহা মনে করিও না যে, তোমরা দুর্বল। যদি তোমরা এরূপ প্রেরণা উৎসাহ, দৃষ্টিভঙ্গি ও ঈমান লইয়া দণ্ডায়মান হও, তবে মনে রাখিও, খোদা মর্য্যাদাবোধ-হীন নহেন. বিশ্বাস-ঘাতকও নহেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি আক্রমণকারী শত্রুকে পর্য্যুদস্ত ও ধ্বংস না করিয়া দেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হইবেন না। আমি আল্লাহ্তায়ালার নিকট দোয়া করিতেছি যেন তিনি প্রত্যেক আহ্মদী পুরুষ ও স্ত্রীলোক এবং অপরাপর সকল মুসলমানদিগকেও তাঁহাদের দায়ীত্ব উপলব্ধি করিবার তৌফীক দেন এবং নিজেদের এবং আপন আত্মীয়-স্বজনের সত্যিকারভাবে কোরবানী পেশ করিতে শক্তিদান করেন, যেন তাহারাই শুধু নিজ মুখে নিজেদের কোরবানীর কথা না বলিয়া বেড়ান, বরং আকাশে আল্লাহ্তায়ালার ফেরেস্তারাও যেন তাহাদের কোরবানী (ত্যাগ) দর্শনে প্রশংসা করেন ; এবং তাহাদের উন্নতি, অগ্রগতি এবং মর্যাদাবৃদ্ধির জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ্তায়ালা যেন মুসলমানদিগকে বর্তমান বিপদাবলী হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে সম্মান, স্বাধীনতা ও উন্নতির জীবন-যাপন করিবার তৌফিক দান করেন।"

[কেয়ামে পাকিস্তান আওর হামারি জিম্মাদারিয়াঁ ৫২ পৃঃ হইতে ৫৬ পৃঃ পর্যন্ত]

অনুবাদক—আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ

কোরআন করীম বর্ণিত জেহাদ

এবং

পাকিস্তানের ভূমিকা

আহ্সান উল্লাহ্ সিকদার

জেহাদ সম্বন্ধে অনেকের ধারণা, তীর তলোয়ার বা আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা সজ্জিত হইয়া যুদ্ধ করা এবং শত্রুকে ধ্বংস করা। কিন্তু আসলে জেহাদ হইল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী মুসলমানগণের পূর্ণতম চেষ্টা প্রচেষ্টার নাম। ইহা কয়েক প্রকারের। যেরূপ :—

(১) জেহাদ বিন নাফ্ছ। আপন নফ্ছের সহিত যুদ্ধ করা। (২) জেহাদ বিল কোরআন। কোরআন করীমের তবলীগ করা। (৩) জেহাদ বিল আমওয়াল। আল্লাহ্তা'লার রাস্তায় মাল খরচ করা। এবং (৪) জেহাদ বিছ্ ছায়েফ (তরবারীর যুদ্ধ)। ধর্ম আক্রান্ত হইলে তাহা রক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ করা অর্থাৎ আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা।

যেহেতু আমাদের দেশ এখন আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে ব্যাপৃত সেহেতু পবিত্র কোরআন করীমের রওশনীতে জেহাদের স্বরূপ এবং বর্তমান জেহাদে পাকিস্তানের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের প্রকার ভেদ

১। পবিত্র কোরআনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী একমাত্র আত্মরক্ষা মূলক যুদ্ধই বৈধ, অক্রমণ মূলক নহে। যেরূপ :—

আল্লাহ্‌তা'য়ালা বলেন, "ঐ সমস্ত মানুষ যাহাদের সহিত (বিনাকারণে) যুদ্ধ করা হইতেছে, তাহাদিগকেও (যুদ্ধ করিবার) অনুমতি দেওয়া হইল, কেননা তাহাদের প্রতি জুলুম করা হইয়াছে, এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের সাহায্যের ব্যাপারে সর্বশক্তিমান।" সুরা হজ্‌—৪০ আয়েত।

এই আয়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন জাতি বা দেশের উপর অন্য জাতি বা দেশ আক্রমণ করিলে আক্রান্ত জাতি আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করিবে। কারণ ইহা আল্লাহ্‌তা'লার আদেশ। তারপর ইহাতে আক্রান্ত জাতির প্রতি আল্লাহ্‌তা'লার সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও রহিয়াছে।

কোরআন করীমের এই আয়েতের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের বর্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, পাকিস্তানের বর্তমান যুদ্ধ এই আয়েতের অনুকূলে। কারণ, পাকিস্তান হিন্দুস্থানকে আক্রমণ করে নাই। বরং হিন্দুস্থানই অন্যায় ও অতর্কিত ভাবে পাকিস্তানকে আক্রমণ করিয়াছে। সুতরাং এই যুদ্ধে পাকিস্তানের স্বপক্ষে আল্লাহ্‌তা'লার সাহায্য থাকাও অনিবার্য।

২। কোরআন করীমের আদেশানুযায়ী যুদ্ধ এক মাত্র আক্রমণকারী জাতির বিরুদ্ধেই বৈধ, কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও সীমা অতিক্রম করা বৈধ নহে। যেরূপ ঃ

আল্লাহ্‌তালা বলেন, "আল্লাহ্‌তায়ালার রাস্তায় ঐ সমস্ত লোকের সহিত যুদ্ধ কর যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। এবং (কাহারো প্রতি) সীমা অতিক্রম করিও না, (এবং স্মরণ রাখ যে) আল্লাহ্‌তা'লা সীমলঙ্ঘনকারীগণকে কখনো মহব্বত করেন না।" —সুরা বকর, ১৯১ আয়েত।

এই আয়েতে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন করীম বিনা কারণে কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে অনুমতি দেয় না। বরং অনুমতি দেওয়া হইয়াছে একমাত্র যাহারা যুদ্ধ করিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে। (বর্তমান জমানার যুদ্ধে কিন্তু মিলিটারীর তুলনায় সিভিলিয়ান মারা যায় বহুগুণ অধিক। তারপর নিষেধ করা হইয়াছে শত্রুর বিরুদ্ধে সীমা অতিক্রম না করিতে। আয়েতে এই কথাও বলা হইয়াছে যে, যাহারা সীমলঙ্ঘন করিবে, তাহারা আল্লাহ্‌তা'লার ভালবাসা হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

বর্তমান যুদ্ধে পাকিস্তান একমাত্র ঐ সমস্ত লোকের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধারণ করিয়াছে যাহারা অগ্রে পাকিস্তানকে আক্রমণ করিয়াছিল। তারপর শত্রুর প্রতি মাত্রাধিক্য করা তো দূরের কথা, শত্রুর অত্যাচার অবিচারের তুলনায় পাকিস্তানতো কিছুই করে নাই। সুতরাং পাকিস্তানের বর্তমান যুদ্ধ কোরআন করীমের অনুকূলে। তারপর আল্লাহ্‌তা'লার মহব্বতও রহিয়াছে পাকিস্তানীদের প্রতি। কেননা, পাকিস্তান শত্রুর হামলার প্রতিউত্তরে কোন প্রকার সীমা অতিক্রম করে নাই।

৩। যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য হওয়া চাই—ধর্মীয় আজাদী। যেরূপ :—

আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, "এবং তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া যাও যতক্ষণ পর্যন্ত না উৎপীড়নের সমাপ্তি ঘটে এবং ধর্ম আল্লাহ্‌তা'লার জন্যই হইয়া যায়; অতঃপর যদি তাহারা বিরত হয়, তবে (স্মরণ রাখ যে) জালেম ব্যতীত অন্য কাহারো প্রতি শত্রুতা বৈধ নহে।" —সুরা বকর, ১৯৪ আয়েত।

এই আয়েত দ্বারা জানা যায়, যে পর্যন্ত অশান্তি ও জুলুম বন্ধ এবং ঝগড়া মীমাংশা না হয় এবং ধর্ম একমাত্র খোদাতা'লার জন্য স্বাধীনভাবে প্রচার করা না যায়, সে পর্যন্ত যুদ্ধ চালু রাখিতে হইবে। আবার শত্রু যদি যুদ্ধ বিরতি চায়; তবে যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে হইবে। কারণ, জালেম ব্যতীত অন্য কাহারো প্রতি শত্রুতা করা নিষেধ।

পাকিস্তান হিন্দুস্থান যুদ্ধের মূল কারণ হইল কাশ্মীর বিরোধ। এই বিরোধ মীমাংশার জন্য পাকিস্তান চেষ্টা প্রচেষ্টা করিতেছে আজ ১৮ বৎসর যাবৎ। পাকিস্তানের যুদ্ধ করিবার আর এক কারণ হইল, ধর্মীয় আজাদী লাভ করা। শত্রু পক্ষের যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহণ করিয়াছে পাকিস্তান। তারপর পাকিস্তানের এই ঘোষণা যে, "কাশ্মীর বিরোধ মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ করিব।" এই সমস্তই কোরআন করীমের সম্পূর্ণ অনুকূলে।

৪। কোরআন করীমের নির্দ্দেশ অনুযায়ী শত্রুর প্রতি সমপরিমাণ প্রতিশোধ লওয়া বৈধ, অতিরিক্ত নহে। যেরূপ :—

আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, "যদি তোমরা (অত্যাচারী-দিগকে) শাস্তি দান কর, তবে যতটুকু তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে ততটুকুই শাস্তি দাও, কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্য্য-ধারণ কর; তবে ধর্মশীলদের পক্ষে ইহাই উত্তম হইবে।" —সুরা নহল, ১২৭ আয়েত।

এই আয়েতে আল্লাহ্‌তা'লা আদেশ দিয়াছেন শত্রুর অত্যাচার অবিচারের সমপরিমাণ প্রতিশোধ লইবার জন্য। কিন্তু বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌তা'লার দয়া অপরিসীম। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলিয়াছেন, যদি কেহ প্রতিশোধ না নিয়া ধৈর্য অবলম্বন করেন, তবে ইহা হইবে উত্তম কাজ।

সুবহানাল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌তা'লা কত অধিক ধৈর্যশক্তি দান করিয়াছেন পাকিস্তানের রাষ্ট্র-নায়কগণকে। হিন্দুস্থানীরা পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী এবং নাগরিকগণের প্রতি নজীর-বিহীন অত্যাচার অবিচার করা সত্বেও পাকিস্তানের রাষ্ট্র-নায়কগণ ধৈর্য-ধারণ করিয়াছেন, আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য। সম-পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা বৈধ হওয়া সত্বেও তাঁহারা তাহা না করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন উত্তম রাস্তা। অর্থাৎ সবুর করা। সুতরাং কোরআন করীমের এই আয়েতও পাকিস্তানের পক্ষে।

৫। কোরআন করীমের বর্ণনানুযায়ী শত্রু সন্ধির প্রস্তাব করিলে মুসলমানগণকেও সন্ধি করিতে হইবে। যেরূপ :—

আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, "এবং (যদি তোমাদের প্রস্তুতি দেখিয়া) তাহারা সন্ধির প্রতি আসক্ত হয়, তবে (হে রসুল!) তোমরাও সন্ধির প্রতি আসক্ত হও, এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা কর, (এবং এই খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া ভয় করিও না যে, পরে তাহারা ধোকা না দেয়), আল্লাহ্‌তা'লা নিশ্চয়ই খুব (দোয়া) শ্রবণকারী এবং খুব জ্ঞাত।" —সুরা আন্‌ফাল, ৬২ আয়েত।

এই আয়েতে শত্রু সন্ধি করিতে চাহিলে সন্ধি করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি ভরসা করিবার তাগিদ দেওয়া হইয়াছে। শত্রুর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের খেয়ালে ভয় করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। শত্রুর ভবিষ্যৎ কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লা যে জ্ঞাত রহিয়াছেন ঐ সম্বন্ধে সচেতন করা হইয়াছে। সর্ব্বোপরি আল্লাহ্‌তা'লা যে মুসলমানগণের আন্তরিক প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া থাকেন, উহার প্রতিও আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে।

আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, "হে মোমেনগণ! তোমরা যখন কোন সেনা বাহিনীর মোকাবেলায় (যুদ্ধের জন্য) দণ্ডায়মান হও, তখন খুবই মজবুতির সাথে দাড়াও, এবং আল্লাহ্‌তা'লাকে খুব স্মরণ করিতে থাক যেন তোমরা বিজয়ী হও।" —সুরা আন্‌ফাল; ৪৬ আয়েত।

এই আয়েতে মোমেনগণকে বলা হইয়াছে যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলায় নির্ভয়ে এবং মজবুতির সাথে দাঁড়াইবার জন্য। তদুপরি আল্লাহ্‌তালাকে খুব স্মরণ করিবার (জিক্‌রে এলাহী করিবার) জন্য। কারণ, জিক্‌রে এলাহী বা আল্লাহ্‌তা'লাকে স্মরণ করিবার ফলে আল্লাহ্‌তালার গুণাবলী মোমেনের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় যার ফলে বৃদ্ধি পায় মোমেনের মধ্যে বিশ্বাস এবং সাহস।

এই আয়েতের নির্দ্দেশকে পাকিস্তান কার্য্যে রূপায়িত করিয়াছেন, এবং সৎসাহস ও আল্লাহ্ স্মরণের কিরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন তাহা জানা যায় পাকিস্তানের বেতার এবং সংবাদপত্র মারফতে। অতএব কোরআন করীমের এই আয়েতও পাকিস্তানের স্বপক্ষে।

(৯) কোরআন করীমের আদেশানুসারে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা নিষেধ। যেরূপ ঃ—

আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, "এবং যে কেহ সেদিন (যুদ্ধের সময়) রণ-কৌশলের জন্য অবস্থান পরিবর্তন, অথবা কোন (মুসলমান) দলের পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে সাহায্যার্থে যোগদানের উদ্দেশ্য ব্যতীত, তবে সে আল্লাহ্‌র অভিশাপ লইয়া ফিরিবে; এবং তাহার ঠিকানা হইবে জাহান্নাম।"—সুরা আন্‌ফাল, ১৭ আয়েত।

এই আয়েতের অর্থ হইল, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ণ করা নিষেধ। যদি কেহ এরূপ করে, তবে সে জাহান্নামী হইবে। হাঁ, যদি যুদ্ধক্ষেত্র পরিবর্তন করা হয়, অথবা অন্য কোন মুসলিম সেনাবাহিনীকে সাহায্য করিবার জন্য যাইতে হয়, তবে যাওয়া নিষেধ নহে।

খোদার ফজলে কোরআন করীমের এই আয়েতও পাকিস্তানের স্বপক্ষে। কারণ, পাকিস্তান বিমান-বাহিনী, নৌবাহিনী এবং স্থল বাহিনীর একজন সৈন্যও পলায়ন করেন নাই। সোজা কথায় বলা যায় যে, পাকিস্তান বাহিনীর অভিধানে "পলায়ন" শব্দটাই নাই। আল্-হামদুলিল্লাহ্।

(১০) শত্রুর ভয়ে ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করা বা সন্ধি করা ইসলাম সমর্থন করে না। যেরূপ ঃ—

আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, "সুতরাং হে মোমেনগণ! শিথিল হইও না এবং (তজ্জন্য) সন্ধির প্রস্তাব করিও না, অবশেষে তোমারই বিজয়ী (হইবে এবং আল্লাহ্‌তা'লা) তোমাদের সঙ্গে আছেন, এবং তোমাদের আমলে ত্রুটি আসিতে দিবেন না।"—সুরা মোহাম্মাদ; ৩৬ আয়েত।

এই আয়েতে মুসলিম সেনাবাহিনীকে শিথিলতা প্রদর্শন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ, শিথিলতার দরুনই মানুষের অন্তরে বিজয় সম্বন্ধে সন্দেহ প্রবেশ করে, এবং ঐ ভয়ে শত্রুর নিকট পেশ করে সন্ধির প্রস্তাব। ইসলাম বলে, তোমরা বাহাদুর হও। নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতে থাক। সাহস ও শৌর্য বীর্যের সহিত যদি এরূপ কর, তবে তোমাদের সন্ধি প্রস্তাব পেশ করিবার কোন প্রয়োজনই হইবে না। শুধু ইহাই নহে, বরং তোমরা বিজয়ী হইবে। ইহাতে এই আশ্বাসও দেওয়া হইয়াছে যে, মোমেনের সঙ্গে থাকেন স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লা, এবং তিনি মোমেনের কোন কাজই নিষ্ফল করেন না।

কোরআন করীমের এই আয়েতও পাকিস্তানের স্বপক্ষে। কারণ, পাকিস্তান কোন প্রকার শিথিলতা প্রদর্শন করে নাই, এবং এই জন্য ভয়ে জড়সড় হইয়া শত্রুর নিকট সন্ধির প্রস্তাবও পেশ করেন নাই। বরং ইসলামী নীতি অনুযায়ী পাকিস্তান বিমান-বাহিনী দেশ রক্ষার্থে যুদ্ধ করিয়াছেন বিরত্বের সহিত। যার ফলে আল্লাহ্‌তা'লা বিজয়মাল্যে ভূষিত করিয়াছেন পাকিস্তানকে। আল্লাহ্‌তা'লা যে পাকিস্তানের পক্ষে রহিয়াছেন ইহাই তার জলন্ত প্রমাণ। তারপর এই যুদ্ধ যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, ঐ পর্যন্ত পাকিস্তান যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন উহা হুবহু কোরআন করীম বর্ণিত নীতি অনুযায়ী করা হইয়াছে। পাকিস্তানের এই চেষ্টা প্রচেষ্টা ঐ সময় পর্যন্ত চলিতে থাকিবে, যে পর্যন্ত কাশ্মীর বিরোধের মীমাংসা না হয়। ইহাও আল্লাহ্‌তা'লারই আদেশ যে, "তোমরা ঐ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ কর যতক্ষণ পর্যন্ত উৎপীড়নের সমাপ্তি না ঘটে"। আল্লাহ্‌তা'লার এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কাশ্মীর বিরোধ মিমাংসা না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান অস্ত্র সংবরণ করিতে পারিবে না। কাজেই প্রত্যেক পাকিস্তানীর কর্তব্য, পাকিস্তানের এই মহান দায়ীত্ব পালনের জন্য নিজেদের জান, মাল, আওলাদ, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি উৎসর্গ করা, সর্বোপরি আল্লাহ্‌তা'লার দরবারে দোয়াতে রত হওয়া। কারণ,

জিক্‌রে এলাহী এবং দোয়াই হইল বিজয়ের আসল উপায়। মানুষের ধারণা এই যে, সৈন্য-সামন্ত এবং অস্ত্র শস্ত্র যুদ্ধবিজয়ের উপায়। এই ধারণার সহিত কোরআন করীমের কোন প্রকার সামঞ্জস্য নাই। আল্লাহ্‌তা'লা কোথাও এই কথা বলেন নাই যে, যুদ্ধ জয়লাভের জন্য কত লক্ষ সৈন্য, কত হাজার বিমান বা অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের দরকার। বরং আল্লাহ্‌-তা'লা জোর দিয়াছেন তাক্‌ওয়া, জিক্‌রে এলাহী এবং দোয়ার প্রতি। জন-সংখ্যা এবং যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে যদি যুদ্ধ বিজয় নিহিত থাকিত, তবে আরবের একলক্ষ আশি হাজার লোক বিশ কোটি অধিবাসীর দেশ রোম এবং তার চাইতেও অধিক জন-সংখ্যার দেশ পারস্য সাম্রাজের বিরুদ্ধে এক সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া উভয় সাম্রাজ্যকে উলট-পালট করিয়া দিতে পারিতেন না। ইতিহাস পাঠে এমন ঘটনাও জানা যায় যে, মাত্র ষাটজন মুসলিম নওজওয়ান ষাটহাজার বিধর্মীকে পলায়নে বাধ্য করিয়াছেন।

প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণের বিজয় অভিযানের কাহিনী পাঠ করিলে এরূপ মনে হয় যেন তাঁহারা কোরআন করীমকে বক্ষে ধারণ করতঃ যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন। তদ্রূপ, বর্তমান পাকিস্তান হিন্দুস্থান যুদ্ধ বিবরণ পাঠ করিলেও আমাদের মনে হয় যে, আমাদের সেনাবাহিনী পবিত্র কোরআন বক্ষে ধারণ করতঃ যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও জনগণের দ্বারা দুনিয়াবাসী পুনরায় ইসলামের স্বর্ণময় যুগ দেখিতে পাইবে। কারণ, পাকিস্তানের প্রত্যেকটি মানুষ আজ শরনাপন্ন হইয়াছেন সর্ব-শক্তিমান আল্লাহ্‌তা'লার।

দোয়ার আবেদন

—০—

প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার প্রাক্তন আমীর হযরত মৌলবী মোবারক আলী সাহেব অসুস্থ আছেন। জামাতের সকল ভাই বোনদেরকে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য খাছভাবে দোয়া করার অনুরোধ জানান যাচ্ছে।

খাকছার

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

জেনারেল সেক্রেটারী ই. পি. এ. এ.

হযরত মাহ্‌মুদ (রাযিঃ)

আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী

বর্তমান বিশ্বের অদ্বিতীয় মহাপুরুষ, মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর 'লখ্‌তে জিগর,' মাহ্‌বুবেখোদা হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ) আর ইহজগতে নাই। গত ৮ই নভেম্বর সোমবার তাহাজ্জুদের সময় তিনি আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রধানকেন্দ্র রাবওয়াতে ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহির রাজেউন। মানুষ মরণশীল, তাই নবী-রছুল হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ অসাধারণ সকল মানুষকেই মৃত্যু বরণ করিতে হয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাপাক বলেন, কুল্লুমান আলাইহা ফান ওয়া ইয়াব কা ওয়াজহু রাব্বেকা জুল জালালে ওয়াল ইকরাম। (রহমান, ২রু) অর্থাৎ,—

'জন্মেছে যে পৃথিবীতে মৃত্যু তার হবেই একদা,
চিরায়ু ও চিরঞ্জীব একজন, সে স্বয়ম্ভু খোদা।
জিন্দেগী মজলিসে এসে একদিন যে নিয়েছে স্থান,
মৃত্যুর পেয়ালা হ'তে করিবেই শরাব সে পান'।

ফজলে ওমর মাহ্‌মুদ (রাঃ) শুধু খলিফাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর প্রতিশ্রুত পুত্র মুসলেহ্ মাওউদ। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী ছাড়া পূর্ববর্তী আরও বহু ধর্মগ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহুদী ধর্মপুস্তক তালমুদে আছে, **It is also said that he (The Messiah) shall die and his Kingdom discend to his Son and Grandson.** অর্থাৎ, মসিহে মাওউদের মৃত্যুর পর তাঁহার খিলাফত তাঁহার পুত্র ও পৌত্র লাভ করিবেন। (জোসেফ বার্কলে অনুদিত তালমুদ, লণ্ডন সংস্করণ, ১৮৭৮ খ্রীঃ ৫ম অধ্যায় ২৬ পৃঃ)। হুদী হাদিছে আছে : ইয়াতা জাউয়াজো ওয়া ইউলাদুলাহু। অর্থাৎ, মসিহে মাওউদ (আঃ) এক (বিশেষ) বিবাহ করিবেন ও তাঁহার এক (বিশেষ) পুত্র হইবে। বিখ্যাত ওলী হযরত নিয়ামতুল্লা তাঁহার কছিদায় বলিয়াছেন :

দৌড়ে আও চুঁশুদ তামাম বকাম।
পেশরশে ইয়াদগারে মেবিনাম।

অর্থাৎ, হযরত আহ্‌মদ (আঃ)-এর জমানা সাফল্যের সঙ্গে শেষ হওয়ার পর তাঁহার পুত্রকে তাঁহার স্থলাভিসিক্ত দেখা যাইতেছে। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর নিকট অবতীর্ণ ঐশীবাণীতে মুসলেহ্ মাওউদের কতিপয় লক্ষণ এই :

১। তাঁহার দ্বারা ইসলামের মর্যাদা এবং আল্লাহ্ কালামের সম্মান প্রতিষ্ঠিত হইবে।

২। এই পুত্র মসিহে মাওউদের রক্ত এবং সন্তান হইতে হইবেন।

৩। সুশ্রী ও পবিত্র হইবেন।

৪। তাঁহাকে পবিত্র আত্মা দেওয়া হইবে এবং তিনি কলুষমুক্ত হইবেন।

৫। তিনি ফজল, প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হইবেন।

৬। তিনি 'মসিহি নফছ' ও 'রছুল হকের' বরকতে বহু লোককে ব্যাধি মুক্ত করিবেন।

৭। অতিশয় মেধাবী ও বুদ্ধিমান হইবেন।

৮। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর চিত্ত এবং পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পূর্ণ হইবেন।

৯। তিনি রুহ্ বা ওহী লাভ করিবেন।

১০। তাঁহার শিরে খোদার ছায়া বিরাজ করিবে।

১১। বন্দিদের মুক্তির কারণ হইবেন।

১২। পৃথিবীর কোণায় কোণায় খ্যাতি লাভ করিবেন।

১৩। তাঁহার নিকট হইতে বহু জাতি বরকত লাভ করিবে। (ইশতেহার ২০ শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ সাল)

১৪। তাঁহার মাধ্যমে মসিহে মাওউদের নূর পুনরায় প্রকাশিত হইবে। (তুহ্‌ফাগুলড়বীয়া, ৫৬ পৃঃ)।

১৫। তিনি মসিহ্‌তুল্য হইবেন। (ইজালায়ে আওহাম, ১১৬ পৃঃ)।

১৬। মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর স্বলাভিসিক্ত ও ইসলামের সাহায্যকারী হইবেন।

(হকিকাতুল ওহী, ৩১২ পৃঃ)।

এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর অধিকাংশই হযরত মাহ্‌মুদ (রাঃ)-এর জন্মের বহু পূর্বে ইশতেহার দ্বারা প্রকাশ করা হয়। প্রতিশ্রুত সংস্কারক হযরত মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ) ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ খ্রীঃ মোতাবেক ৯ই জমাদিউল আওয়াল ১৩০৬ হিঃ সালের 'শুভ সোমবারে' জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মকাল হইতে ওফাতকাল পর্য্যন্ত প্রায় ৭৭ বৎসরের মধ্যে এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ১৯১৪ সনের ১৪ই মার্চ তারিখে তিনি দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি অর্দ্ধ শতাব্দীকাল খিলাফতের মসনদে আসীন ছিলেন। তাঁহার খিলাফত লাভের সময় ১৯১৩—১৪ সালের জমাতের বাজেট ছিল, ২১,৭৯৪ টাকা। খোদার ফজলে বর্তমানে একমাত্র পাকিস্তানে জমাতের আয় এক কোটি টাকা। ১৯১৪ সালের সালানা জলসায় ৩৩৫০ জন অংশ গ্রহণ করেন আর ১৯৫৮ সালের জলসায় ১ লক্ষ আহ্‌মদী যোগদান করেন। তিনি সর্বমোট ছোট বড় ২০২ খানা পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৯খানা খিলাফতের পূর্বে রচিত হয়। তিনি পবিত্র কোরআনের দুইখানা তফছির লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাছাড়া তাঁহার তত্ত্বাবধানে পবিত্র কোরআনের ইংরাজী, ডাচ, জার্মান, সোয়াহেলী, স্পেনীশ, পর্তুগাল, ইটালীয়, রাশিয়ান, ফ্রেন্স, ইন্দোনেশীয়, মালয়ী, গুরুমুখী, কাকাম্বা, ককুলু, লুদ ভাষায় তরজমা করা হইয়াছে। জার্মান, সুইডিশ, ইংরাজী, সিংহলী, ইন্দোনেশীয়, আরবী, উর্দু, বাংলা, তামিল, বর্মী, ফ্রেঞ্চ, ডাচ, ফনেটি প্রভৃতি ভাষায় বহু পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। ত্রিনিদাদ, ব্রিটিশ গায়না, নাইজেরীয়া, ফেলিস্তিন, ঘানা, সিয়েরালিওন, কেনিয়া, ইউগাণ্ডা, মরিশাস, ফিজি, ইন্দোনেশীয়া প্রভৃতি দেশে ৫৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইয়াছে। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশীয়া প্রভৃতি মহাদেশে ৫৯ জন সদর মোবাল্লিগ এবং ৮৭ জন স্থানীয় প্রচারক কাজ করিতেছেন। পাক-ভারতের বাহিরে হযরত মাহ্‌মুদ (রাঃ) কর্তৃক ৩৪৩ টি মসজিদ নির্মিত হইয়াছে। তাঁহার নির্দেশে হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকেন্দ্র বালিকাবিদ্যালয় এবং মহিলা কলেজ স্থাপন করা হইয়াছে। তাঁহার আদেশে পুরুষদের সংগঠন আনসারুল্লহ্‌ এবং খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ন্যায় মহিলা সমিতি 'লাজনা ইমাউল্লা' গঠিত হইয়াছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শহর রাবওয়ায় আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁহার দান অপরিসীম। পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁহার সক্রিয় অংশ রহিয়াছে। ১৯৩১ সালে সিমলায় প্রতিষ্ঠিত কাশ্মীর কমিটির তিনি প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। পাঞ্জাবের বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা সুলতান আহ্‌মদ অজুদী বলেন, "যদিও মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক ২৯৪৪২৬ বর্গমাইল এলাকা এবং ১ কোটী ৫২ লক্ষ লোকের উপর কর্তৃত্ব করেন, যদিও যোসেফ ষ্টালীন ১৮২ জাতীয় এবং ১৪৯ ভাষা-ভাষী ১৭ কোটি ১০ লক্ষ লোকের একচ্ছত্র অধিকারী, যদিও মুসলিনী ৪ কোটি ২০ লক্ষ ইটালিয়ান এবং ইথোপিয়ার ৮৬ লক্ষ লোকের প্রতাপশালী নিয়ন্তা, যদিও এডল্‌ফ হিটলার সাড়ে ছয় কোটি জার্মানবাসীর অধিনায়ক; কিন্তু মীর্জা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদও সমগ্র বিশ্বে বসবাসকারী, সারা দুনিয়ার ভাষায় অভিজ্ঞ লোকদের উপর হুকুমত করেন।"

(আল-হাকাম, জুবিলী নম্বর ১৯৩৯ ইং)

আল্লা তাঁহার এই প্রিয়বান্দার রুহের উপর অজস্র শান্তি ও বরকত নাজিল করুন। আমীন।

জামাতে আহ্‌মদীয়ার নব নির্বাচিত খলীফা হযরত মীর্যা নাসের আহ্‌মদ (আইঃ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আহ্‌সান উল্লাহ্‌ সিকদার

হযরত মীর্যা নাসের আহ্‌মদ (আইঃ) জামাতের ওফাৎপ্রাপ্ত ইমাম হযরত মীর্যা বশির উদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ)-এর সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-এর 'প্রতিশ্রুত' পৌত্র। তিনি যে একজন প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ সে সম্বন্ধে এখানে কতিপয় দৃষ্টান্ত পেশ করা গেল।

১। হযরত মীর্যা নাসের আহ্‌মদ (আইঃ) সম্বন্ধে তালমুদের ভবিষ্যদ্বাণী

তালমুদ ইহুদীগণের হাদিস শাস্ত্র। ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন মিঃ জোসেফ বার্কলে সাহেব। মুদ্রিত হইয়াছে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, লণ্ডন নগরিতে। ইহার ৫ম অধ্যায় ২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে ঃ

"It is also said that he (The messiah) shall die and his kingdom diseend to his son and grandson."

অর্থাৎ—"ইহাও বর্ণিত আছে যে, তিনি (মসিহ্‌) ওফাৎপ্রাপ্ত হইবেন এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন তাঁহার পুত্র এবং পৌত্র।"

তালমুদের এই ভবিষ্যদ্বাণী একবার পূর্ণ হইয়াছে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিশ্রুত মসিহ্‌ (আঃ)-এর পুত্র এবং হযরত মীর্যা নাসের আহমদ (আইঃ)-এর পিতা হযরত মীর্যা বশিরউদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ)-র খেলাফতের মস্‌নদে সমাসীন হওয়ার দ্বারা। এখন পুনরায় পূর্ণ হইল প্রতিশ্রুত মসিহ্‌ (আঃ)-এর পৌত্র হযরত মীর্যা নাসের আহ্‌মদ (আইঃ)-এর খেলাফতের মসনদে সমাসীন দ্বারা।

২। হাদিস শরীফের ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ "ঈমান সপ্তর্ষিমণ্ডলে চলিয়া গেলেও পারশ্য বংশীয় এক বা একাধিক ব্যক্তি উহা নামাইয়া আনিবেন এবং দুনিয়াতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবেন।" হযরত মীর্যা নাসের আহ্‌মদ (আইঃ)-এর পিতামহ হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) যে পারশ্য বংশীয় ছিলেন সেই সম্বন্ধীয় প্রমাণ দ্বারা আহ্‌মদীয়া লিটারেচার পূর্ণ রহিয়াছে। কাজেই এখানে বিস্তারিত বিবরণ না দিয়া এতটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, সপ্তর্ষিমণ্ডলে উত্থিত ঈমানকে দুনিয়াতে পুনঃ প্রতিষ্ঠাকারী পারশ্য বংশীয় পিতামহের স্থলাভিষিক্ত হওয়াতে আমাদের নব নির্বাচিত ইমাম হযরত মীর্যা নাসের আহ্‌মদ (আইঃ) দ্বারাও এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল।

৩। হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত মসীহ্‌ মাউদ (আঃ) লিখিয়াছেন ঃ

"খোদাতা'লা আমাকে ৫ম পুত্র দানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন 'নাফেলাহ' বা পৌত্র দ্বারা। যেরূপ আমার গ্রন্থ মওয়াহেবুর রহমানের ১৩৯ পৃষ্ঠায় ভবিষ্যদ্বাণীটি এইভাবে লিখিত আছে ঃ

"وبشرني بخامس في حين من الا حوان ٥

অর্থাৎ—চারজন ব্যতীত পঞ্চম পুত্র, যে নাফেলাহ্‌ বা পৌত্র স্বরূপ জন্ম লাভ করার কথা, তাহার সম্বন্ধে খোদাতা'লা আমাকে সুসংবাদ দিয়াছেন যে, সে নিশ্চয়ই কোন এক সময় জন্ম লাভ করিবে। এই সম্বন্ধে আর একটি ইলহামও হইয়াছে। যাহা আল-বদর এবং আল-হাকাম (পত্রিকাতে) প্রকাশিত হইয়াছে। উহাএই ঃ

انا نبشرك بغلام نافلة لك نافلة من عندى ٥

অর্থাৎ—আমরা তোমাকে আরও এক পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি, যে নাফেলাহ্, বা পুত্রের পুত্র হইবে।"—হকীকাতুল ওহী, ২১৮—১৯ পৃঃ।

হযরত মীর্যা নাসের আহ্মদ (আইঃ) যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পৌত্র সে সম্বন্ধে যেরূপ কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই তদ্রূপ, তাঁহারই দ্বারা যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে সে সম্বন্ধেও কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং, তিনি একজন প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ এবং প্রতিশ্রুত খলীফা।

আমাদের নব নির্বাচিত ইমাম (আইঃ) ১৯০৯ ইং সালের ১৬ই নভেম্বর তারিখে কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। অতিশয় প্রিয় পৌত্রের লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন তদীয় দাদী আম্মা হযরত ওম্মোল মোমেনীন (রাঃ) স্বয়ং। শৈশব ও বাল্যকালের সাহচর্য, আদর আহ্লাদ, তরবিয়ত এবং দ্বীনি শিক্ষা তিনি এমন একজন মহামানবী দ্বারা লাভ করিয়াছেন, যাহা আমার মতে বর্তমান দুনিয়ার অন্য কোন পুরুষের ভাগ্যে জুটে নাই। সুতরাং, ইহাও তাঁহার জীবনের একটি বৈশিষ্ট।

দ্বীনি শিক্ষার দিক দিয়া তিনি পবিত্র কোরআন করীমের হাফেজ, এবং পাঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মৌলবী ফাজেল। জাগতিক শিক্ষার দিক দিয়া অক্সফোর্ডের এম. এ।

শিক্ষা সমাপ্তির পর কর্ম জীবনে তাঁহার প্রতি যে সমস্ত গুরু দায়ীত্ব অর্পণ করা হইয়াছে এবং তিনি সুচারুরূপে সমাধা করিয়াছেন, আমার জ্ঞাতানুসারে ঐ গুলি নিম্নরূপ :-

(১) কেন্দ্রীয় মজলিশে খোদ্দামুল আহ্মদীয়ার সদর।
(২) কেন্দ্রীয় মজলিশে আনছারুল্লাহ্র নায়েবে সদর।
(৩) সদর আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার মেম্বর।
(৪) সদর আঞ্জমানে আহ্মদীয়ার প্রেসিডেন্ট।
(৫) নিগরান বোর্ডের মেম্বর।
(৬) তালিমুল ইসলাম হাইস্কুলের হেড মাষ্টার।
(৭) জামেয়াতুল মোবাস্বেরীণের (মিশনারী কলেজ) প্রিন্সিপ্যাল।
(৮) তালিমুল ইসলাম কলেজের প্রিন্সিপ্যাল।
(৯) ১৯৪৮ ইং সালে জামাতের পক্ষ হইতে "ফোরকান ব্যাটেলিয়ন" নামক যে ব্যাটেলিয়ন কাশ্মীর যুদ্ধে প্রেরীত হইয়াছিল, উহারও নেতৃত্ব অর্পিত হইয়াছিল তাঁহারই উপর।
(১০) সর্বোপরি তিনি একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক, ও সুবক্তা।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রিয় ইমাম (আইঃ)-এর হাফেজ এবং নাসের হউন। তাঁহার দ্বারা ইসলামকে বিশ্ববিজয়ী করুন। আমীন।

★

তিনি [হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)] সকল নবীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার পরে তাঁহার গুণে গুণান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতিচ্ছায়ারূপে যিনি আসেন, তিনি ব্যতিরেকে অন্য কোন নবী আসিবেন না। কারণ দাস আপন প্রভু হইতে এবং শাখা আপন কাণ্ড হইতে কখনও পৃথক নহে।

—হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

পরলোকে হযরত মোসলেহ্ মাওউদ খলীফাতুল মীসহ্ সানি
(রাযীয়াল্লাহুতায়ালা আনহু)

আহমদ সাদেক মাহমুদ

كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الاكرام

[১]

৭৭ বৎসর পর্য্যন্ত ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রচার দ্বারা পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামী পতাকা উত্তোলিত করিয়া, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে ইসলামে দীক্ষিত করিয়া এবং কোরাণ শরীফের তুলনাবিহীন অমূল্য তফসীর এবং জ্ঞান ও তত্বপূর্ণ শতাধিক পুস্তক, অসংখ্য জুমার খুৎবা ও বক্তৃতার দ্বারা মানবজাতির পথ-প্রদর্শন ও অফুরন্ত ধর্ম্মীয় ও আধ্যাত্মীক ভাণ্ডার দান করিবার পর হযরত মোসলেহ্ মাওউদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্মুদ আহমদ ৮ই নভেম্বর, সোমবার, পশ্চিম পাকিস্তান সময় ভোর ২টা ২০ মিনিটে এন্তেকাল করিয়াছেন।

(ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজেউন)

আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে তালমুদে লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী; রসুল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী; উম্মতের অনেক আওলিয়ার কাশ্‌ফ এবং সর্বশেষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিপুল ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত আকদাস (রাঃ) ১৮৮৯ সনের ১২ই জানুয়ারী কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা হযরত ইমাম মাহদী মসীহ্ মাওউদ মীর্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ) আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ এলহাম মারফত অবগত হইয়া ইহা প্রকাশ করেন যে, মোসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ১৮৮৬ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত প্রতিশ্রুত ঐশী-সংস্কারক পুত্র তিনিই; যাঁহার দ্বারা সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার ও সংস্থাপনের সুসংবাদ সমূহ বাস্তাবায়িত হওয়া অবধারিত রহিয়াছে। এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি ১৯১৪ সনের ১৪ই মার্চ জামাত আহ্মদীয়ার দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হন। অতঃপর তাঁহার ৫২ সাল ব্যাপী সুদীর্ঘ কালীন খেলাফতের বিপুল ঘটনাবলী স্বাক্ষ্য প্রদান করে যে, ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁহার দ্বারা পৃথিবীব্যাপী ইসলাম প্রচারিত ও জয়যুক্ত হইয়াছে। সকলই ইহা দর্শন করেন যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখিত "আল্লাহ্র জ্যোতিঃ" ছিলেন; যাঁহাকে আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার সন্তুষ্টির সৌরভময় নির্যাস দ্বারা সিক্ত করিয়াছেন; খোদার ছাঁয়া যাঁহার শীরে সর্বক্ষণ রহিয়াছে; যিনি শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি করিয়াছেন; বন্দিদিগের মুক্তির কারণ হইয়াছেন; পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এবং জাতিগণ তাঁহার নিকট হইতে আশিস লাভ করিয়াছে। এ সমস্ত প্রতিশ্রুত কথা পূর্ণ হওয়ার পর অবশেষে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত "সোমবার শুভ সোমবারে" এন্তেকাল পূর্বক তাঁহার আত্মিক কেন্দ্র আকাশের দিকে উত্থিত হইয়াছেন। উল্লেখ থাকে যে, তিনি জন্মগ্রহণও করিয়াছিলেন শুভ সোমবারে।

وكان امرا مقضيا ٥

অর্থাৎ—ইহাই ছিল আল্লাহ্র অটল মীমাংসা।

[২]

নূতন খলীফার নির্বাচন

৮ই নভেম্বর মসজিদ মোবারকে এশার নামাযের পর পশ্চিম পাকিস্তান সময় ৭ই টায় হযরত মোসলেহ্ মাওউদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর মঞ্জুরীক্রমে আহ্‌মদীয়া জামাতের নিয়োজিত মজলিসে এন্তেখাবে খেলাফত (খলীফা নির্বাচনী সংস্থা)-এর অধিবেশন সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার নাযের আ'লা হযরত মীর্যা আযীয আহ্‌মদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। নির্ধারিত বিধানানুযায়ী সকল সদস্যগণ খেলাফতের সহিত পূর্ণ সম্বন্ধ ও আনুগত্যের শপথ গ্রহণপূর্বক হযরত মীর্যা নাসের আহ্‌মদ সাহেবকে আহ্‌মদীয়া জামাতের তৃতীয় খলীফারূপে নির্বাচিত করেন। তার পরক্ষণেই সকলে তাঁহার হাতে 'বয়াত' করেন এই কাজ রাত্রি সাড়ে দশটায় সমাপ্ত হইলে মসজিদের বাহিরে অপেক্ষারত প্রায় পাঁচ হাজার ব্যক্তি তাঁহার হাতে বয়াত করেন। দ্বিতীয় দিবস পর্যন্ত বয়াতকারীগণের সংখ্যা ৫০ হাজার অতিক্রম করে। অতঃপর পৃথিবীর সর্বত্র হইতে আহ্‌মদীগণ উপস্থিত হইয়া অথবা লিখিতভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস আইয়াদাহুল্লাহু-তায়ালার বয়াত করিয়া যাইতেছেন।

[৩]

হুজুরের জানাযার নামায ৯ই নভেম্বর বিকাল ৪-৪০ মিনিটে হযরত মীর্যা নাসের আহ্‌মদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) পড়ান। রাবওয়ার স্থানীয় আহ্‌মদীগণসহ বহির্দেশ ও দেশের সর্বত্র হইতে সমাগত অর্ধলাক্ষাধিক মোমেনগণ জানাযায় শরীক হওয়ায় সৌভাগ্য লাভ করেন।

বিপুল সমাগম

৭ই নভেম্বরে টেলিগ্রাম, টেলিফোন ও রেডিও পাকিস্তান দ্বারা হুজুরের গুরুতর অসুস্থতার খবর পাওয়া মাত্রই বিপুল সংখ্যায় বিভিন্ন স্থান হইতে আহ্‌মদীগণ রাবওয়া যাওয়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর ৮ই নভেম্বরে রেডিও পাকিস্তান হইতে হুজুরের এন্তেকালের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর দেশের সর্বত্র হইতে আহ্‌মদীগণের আগমন ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। সেই দিনই বিকাল পর্যন্ত তাহাদিগের সংখ্যা প্রায় বিশ হাজার দাঁড়াইয়াছিল। আহ্‌মদীয়াতের এই প্রেমিকরা ব্যাকুল হইয়া তাহাদের মহান ইমাম ও পরম স্নেহশীল হিতৈষী আধ্যাত্মিক পিতার শেষ যিয়ারত (দর্শন) লাভ ও জানাযার নামাজে শরীক হওয়ার জন্য ছুটিয়া যায়। তাহাদের আগমনের ধারা পরবর্তি দিন (৯ই নভেম্বর) বিকাল জানাযার নামায আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত এবং উহার পরও অব্যাহত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব পাকিস্তান হইতে প্রাদেশিক আমীর মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব, নায়েব আমীর চৌধুরী আনওয়ার আহ্‌মদ কাহ্‌লোন সাহেব, এবং সাহেবজাদা মীর্যা জাফর আহ্‌মদ সাহেব (সাল্লামাহুল্লাহুতায়ালা) ৮ই নভেম্বরের রাত্রে বিমান-যোগে রাবওয়া রওয়ানা হন। ঢাকা হইতে আরও অনেক বন্ধু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও বিমানের টিকিট না পাওয়ার দরুন যাইতে পারেন নাই।

[৪]

গোছল, কাফন এবং শেষ যিয়ারত (দর্শন-লাভ)

৮ই নভেম্বর ফজরের নামাজের পর হুজুরকে গোছল ও কাফন দেওয়ার কাজ সমাপ্ত হয়। যাঁহারা গোছল দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহারা ছিলেন সাত জন। হযরত মীর্যা আযিয আহ্‌মদ সাহেব [নাযের আ'লা], হযরত ডাক্তার হাশম-তুল্লাহ্ খান সাহেব [হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবি ও মোসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর প্রবিণ চিকিৎসক] এবং মৌলানা জালালুদ্দীন শাম্‌স সাহেব

[নাযের ইসলাহ্ ও এরশাদ এবং লণ্ডন মসজিদের ভূতপূর্ব ইমাম]-ও তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অতঃপর অপেক্ষারত হাজার হাজার শোকাকুল ব্যক্তিগণকে হুজুরের পবিত্র চেহারায় শেষ যিয়ারত (দর্শন) লাভের সুযোগ দেওয়া হয়। ইহা ৮ই নভেম্বর সোমবারের সকাল ৭ই ঘটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া ৯ই নভেম্বরের ২ই ঘটিকা পর্য্যন্ত অবিরাম ৩১ ঘণ্টা ব্যাপী স্থায়ী থাকে। কেন না শেষ পর্যন্ত লোকজন ট্রেন, মোটর ও বাস দ্বারা ক্রমাগত রাবওয়া আসিয়া পৌঁছিতেছিলেন। শেষ সময়ে যাঁহারা পৌঁছিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেককে শেষ যিয়ারত লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইয়াছিল। এসব ব্যক্তিদিগের ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা দেখিবার মত ছিল।

[৫]

জানাযা কাঁধে লওয়া

জোহর ও আসরের নামায আদায়ের পর [যাহা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) 'মসজিদ মোবারকে' পড়ান] নির্ধারিত সময় ২ই টারও ১৫ মিনিট বিলম্বে জানাযা খেলাফত-ভবনের প্রাঙ্গণ হইতে বেহেস্তি মকবেরার ময়দানের দিকে জানাযার নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে লইয়া যাইবার জন্য উঠান হইল। জানাযার খাটিয়ার সঙ্গে লম্বা লম্বা বাঁশ লাগান ছিল, যাহাতে সকলে অল্প সময়ের মধ্যে জানাযা কাঁধে লওয়ার সুযোগ পায়। খেলাফত-ভবনের প্রাঙ্গণ পর্যন্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) সহ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর পরিবারের ব্যক্তিগণ, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবাগণ; সদর আঞ্জুমন আহ্‌মদীয়ার নাযের সাহেবান; তাহ্‌রীকে জাদীদ আঞ্জুমন আহ্‌মদীয়ার উকিল সাহেবান; আঞ্জুমনের আরও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ; সেলসেলার মোবাল্লেগগণ; ওয়াক্‌ফ জাদীদ আঞ্জুমনে আহ্‌মদীয়ার সদস্যবৃন্দ; জেলার আমীরগণ; মজলিস আনসারুল্লাহ্ ও মজলিস খুদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার কেন্দ্রিয় কার্য্যনির্বাহক পরিষদয়ের সদস্যগণ এবং বৈদেশিক ছাত্রগণ জানাযা কাঁধে লওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। অতঃপর খেলাফত-ভবনের পশ্চিম দরজা দিয়া জানাযা বাহিরে আসিলে রাস্তার উভয় পার্শ্বে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হাজার হাজার মোমেন প্রেমিকগণ অতি সুশৃঙ্খলভাবে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত জানাযা কাঁধে লওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। জানাযার সর্বাগ্রে ছিলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পরিবারের ব্যক্তিগণ। খেলাফত-ভবন হইতে বেহেস্তি মকবেরা পর্যন্ত অর্ধ মাইলের এই ব্যবধান পথে দুই ঘণ্টায় অতিক্রম করা হয়॥ এই সুদীর্ঘ সময়ে হাজার হাজার পবিত্রাত্মা মোমেনগণ ব্যথীত হৃদয়ে অশ্রু ভাসাইতে ভাসাইতে উচ্চস্বরে হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ প্রেরণ ও দোয়ায় সর্বতঃ ও সর্বক্ষণ ব্যাপৃত থাকিয়া অতিবাহিত করেন।

[৬]

একটি অঙ্গিকার গ্রহণ, জানাযার নামায ও কবর

জানাযা বেহেস্তি মকবেরা পৌঁছিলে উহার বিস্তৃত মাঠে ৫০ হাজার লোকের ৭৭টি সুদীর্ঘ সারি গঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত, বহুসংখ্যায় সমাগত মহিলারা, যাঁহারা দূরদূরান্তর হইতে রাবওয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন; জানাযার নামাযে যদিও শরীক হন নাই, কিন্তু তাঁহারা আপন পরম শ্রদ্ধেয় ইমামের পবিত্র চেহারার শেষ যিয়ারত লাভ করেন।

জানাযার নামায আরম্ভ করিবার পূর্বে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) হযরত মোসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর জানাযার সম্মুখে কেবলার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া লাউড স্পিকারে সকল জামাতকে সম্বোধন করিয়া বলেন:

"আমার ইচ্ছা যে, জানাযার নামায পড়িবার পূর্বে আমরা সমবেতভাবে আপন কৃপাময় প্রভু আল্লাহ্‌কে সাক্ষ্য রাখিয়া, সেই পবিত্র মুখের তরে, যিনি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদিগের চক্ষু হইতে অদৃশ্য হইয়া পড়িবেন; চলুন, আমরা নূতনভাবে আমাদের একটি অঙ্গীকারে পুনরাবদ্ধ হই। অঙ্গীকারটি এই যে, আমরা ধর্ম এবং ধর্মের উন্নতি সাধনে আবশ্যকীয় বিষয়াবলীকে দুনিয়া এবং উহার যাবতীয় উপাদান ও উপকরণ, ধন-সম্পদ এবং মান-সম্ভ্রমের উপর সর্বাবস্থায় অগ্রাধিকার দিব এবং দুনিয়াতে দ্বীনের প্রাধান্য সংস্থাপনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যাইব। এই মুহূর্তে আমরা আমাদের আরও একটি অঙ্গীকারে নূতনভাবে পুনরাবদ্ধ হই। যদিও আমরা এই দৃঢ়বিশ্বাস রাখি যে, রাবওয়াস্থিত এই বেহেস্তী মকবেরা কাদিয়ানের বেহেস্তী মকবেরার প্রতিবিম্ব স্বরূপ সেই সমস্ত আশিসের অধিকারী যাহা আল্লাহ্‌তায়ালা ঐ বেহেস্তী মকবেরার সঙ্গে জড়িত করিয়াছেন। কিন্তু হযরত উম্মুলমোমেনীন (রাঃ), হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর "পাঞ্চতান" (পঞ্চজন) নামে অবিহিত সন্তানগণ এবং তাঁহাদিগের মধ্যে পরলোকগত যাঁহারা এখানে সমাহিত আছেন, এবং তাঁহার পরিবারের অন্যান্য পরলোকগত ব্যক্তিগণ, যাঁহাদিগের কবর এই মকবেরাতে রহিয়াছে, আমরা তাঁহাদিগের তাবূত (শবাধার) নির্দিষ্ট সময় আসিলে কাদিয়ানে পৌঁছাইব এবং এই সমস্ত আমানতকে আপন প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় হিসাবে প্রথম সুযোগে সেই স্থানে পৌঁছাইয়া দিব, যাহার সহিত তাঁহারা তাঁহাদের প্রকৃত সম্পর্ক বিজড়িত বলিয়া বিশ্বাস ও প্রকাশ করিতেন। তথায় তাঁহাদিগকে পৌঁছান অত্যাবশ্যক। ইহার জন্য আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।"

অতঃপর ৪—৪৫ মিনিটে জানাযার নামায আদায়ের পর হযরত মোসলেহ্ মাওউদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) হযরত উম্মুল মোমেনীন (রাঃ)-এর কবরের পূর্ব পার্শ্বে আমানত স্বরূপ সমাহিত হন। অতঃপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) সকলকে লইয়া এক আবেগপূর্ণ দোয়া করেন।

[দৈনিক আল-ফজল হইতে সংকলিত]

[৭]

মোসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর নিজ মৃত্যু সম্পর্কে একুশ বৎসর পূর্বের ভবিষ্যদ্বাণী

আজ হইতে একুশ বৎসর পূর্বে ২৩শে এপ্রিল ১৯৪৪ ইসাব্দে হুজুর (রাঃ)-বলিয়াছিলেন ঃ

"আজ আমি সেইরূপ একটি রোইয়া (স্বপ্ন) দেখিয়াছি যেরূপ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি রোইয়া আছে যে তিনি স্বপ্নে হযরত মৌলবী আবদুল করীম সাহেব মরহুমকে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, আপনি আমার জন্য দোয়া করুন, যেন আমি এমন আয়ু পাই যাহাতে সেলসেলার কার্য্যের পরিপূর্ণতা লাভের জন্য পর্যাপ্ত সময় প্রাপ্ত হই। ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"তহসিলদার।" মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলিয়াছিলেন যে, ইহা আপনি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিতেছেন। যে বিষয় সম্পর্কে আপনাকে দোয়া করিতে বলিয়াছি আপনি তাহা করুন। তখন তিনি দোয়ার উদ্দেশ্যে বক্ষ পর্য্যন্ত হাত তুলিলেন। কিন্তু আর উচু করিলেন না, এবং বলিলেন, "২১ একুশ।" মসীহ মাওউদ (আঃ) বলিলেন যে, "স্পষ্ট করিয়া বলুন"। কিন্তু তিনি স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিলেন না, এবং বারংবার "একুশ, একুশ" বলিতে লাগিলেন। অতঃপর চলিয়া গেলেন। (তাযকেরাহ্, পৃঃ ৫২৭-৫২৮, প্রথম সংস্করণ)

এই সম্পূর্ণ রোইয়া ত আমি দেখি নাই; কিন্তু আজ রাত্রে দীর্ঘক্ষণ পর্য্যন্ত উক্ত রোইয়াটি সামনে আসিয়া বার বার এই শব্দগুলি আমার মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে থাকে—"একুশ, একুশ।"

(আল্-ফযল ২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৪ ইং, পৃঃ ২, কঃ ২)

সুতরাং ১৯৪৪ হইতে ঠিক একুশ বৎসর পর হযরত মোসলেহ্‌ মাওউদ খলীফাতুল মসীহ্‌ সানি (রাঃ) পরলোক গমন করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালার বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইল।

উল্লেখ থাকে যে, তিনি ১৯৪৪ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মোসলেহ্‌ মাওউদ হইবার দাবী করেন।

উক্ত রুইয়া অনুযায়ী আমরা দেখিতে পাই যে, হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) যেমন মসীহ্‌ মাওউদ হইবার দাবী করার পর একুশ বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তেমনই আল্লাহ্‌র মাহ্‌বুব বান্দা হযরত মাহ্‌মুদ (রাযিঃ) মোসলেহ্‌ মাওউদ হইবার দাবী করার পর একুশ বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকেন এবং তাঁহার কর্মময় জীবন দ্বারা ইসলামের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন ও ইসলামকে পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌঁছাইয়া দেন। আল্‌-হামদুলিল্লাহ্‌।

উক্ত রোইয়ার দুই বৎসর পূর্বে ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে আল্লাহ্‌তায়ালা হুজুরের প্রতি শোকবাণী-স্বরূপ নিম্নলিখিত এলহাম নাজিল করিয়াছিলেন ঃ

موت حسن موت حسن فی وقت حسن ○

ইহার ব্যাখ্যা স্বরূপ হুজুর স্বয়ং বলিয়াছেন ঃ—

অর্থাৎ—হাসানের মৃত্যু অতি শুভ মৃত্যু, শুভ সময়ে। আমি মনে করি যে, ইহার দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে শুভ-পরিণামের সুসংবাদ দিয়াছেন।"

(দৈনিক আল-ফযল ১৮ই নবেম্বর, ১৯৪২ ইং, পৃঃ দ্রঃ)

[৮]

হযরত মোসলেহ্‌ মাওউদ (রাঃ)-এর একটি বিদায়-বাণী

উপরোক্ত ঐশী সংবাদ সমূহের কারণে হুজুর (রাঃ) বিভিন্ন সময়ে আমাদিগকে তাঁর শেষ বিদায় বাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১৯৪৭ সালের ২২শে আগষ্টে প্রদত্ত একখানি মর্মস্পর্শী বাণী নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

"আমি জামাতকে মহব্বত-ভরা পয়গাম পাঠাইতেছি। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদের সঙ্গে হউন। যদি এখনও আমার সহিত সহযোগিতা করিয়া কাজ করিবার সময় অবশিষ্ট রহিয়াছে, তবে আপনারা যেন বিশ্বস্ততার সহিত কাজ করিবার তৌফিক পান এবং আমি একনিষ্ঠা ও ন্যায়পরতার সহিত কাজ করিবার তৌফিক প্রাপ্ত হই। আর যদি আমাদিগের পরস্পর সহযোগিতা করিয়া কাজ করিবার সময় শেষ হইয়া থাকে, তবে আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদের হাফেজ ও নাসের (রক্ষক ও সহায়ক) হউন এবং আপনাদের পা টলমল করা হইতে রক্ষা করুন। সেলসেলার পতাকা যেন নিচু না হয়, ইসলামের আওয়াজ যেন ক্ষীণ না হয়, খোদার নামের ধ্বনি যেন হ্রাস না পায়। কোরআন শিখ, হাদিস শিখ এবং অন্যকে শিখাও। নিজে আমল কর এবং অন্যের দ্বারা আমল করাও। ধর্ম সেবায় জীবন উৎসর্গকারীগণ যেন সর্বদা তোমাদের মধ্যে হইতে থাকে। প্রত্যেকে যেন আপন সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করিবার জন্য অঙ্গীকারা-বদ্ধ হয়। খেলাফত যেন সঞ্জীবিত থাকে এবং উহার চারিপার্শ্বে প্রাণ দেওয়ার জন্য প্রত্যেক মোমেন যেন তৎপর হইয়া দাঁড়ায়। সত্যবাদিতা যেন তোমাদের অলংকার, আমানত তোমাদের সৌন্দর্য্য এবং তকওয়া তোমাদের পরিধান স্বরূপ হয়। খোদাতায়ালা তোমাদের হউন এবং তোমরা যেন তাঁহার হইয়া যাও। (আমীন)

আমার এই পয়গাম বাহিরের জামাতগুলিকেও পৌঁছাইয়া দাও এবং তাহাদিগকে জানাও যে··· তোমরা আমার চক্ষের তারকা। আমার সু-নিশ্চিত বিশ্বাস, তোমরা স্ব স্ব দেশে শীঘ্র আহ্‌মাদীয়তের

পতাকা স্থাপন করিয়া অন্যান্য দেশের প্রতি মনো-নিবেশ করিবে এবং যুগের খলীফা, যিনি একজনই হইতে পারেন সর্বদা তাঁহার অনুগত রহিবে এবং তাঁহার আদেশানুসারে ইসলামের সেবা করিবে।"

(ওয়াসসালাম)

খাকসার :—মীর্যা মাহমুদ আহমদ (খলীফাতুল মসীহ্ সানি)

[৯]

হযরত মোসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর মর্মস্পর্শী দোয়া ও উপদেশ

১৯৫৫ সালে হযরত মোসলেহ্ মাওউদ (আঃ) অসুস্থ হইলে নেহাৎ দরদে দেলের সহিত জামাতকে যে দোয়া সহ উপদেশ দিয়াছিলেন নিম্নে উহার অনুবাদ দেওয়া হইল :

"প্রত্যেক সৃষ্ট ব্যক্তিকে মরিতে হইবে। যে মুহূর্ত গুলিতে আমি ইহা অনুভব করিতেছিলাম যে, আমার হৃতপিণ্ডের ক্রিয়া শেষ হইয়া পড়িতেছে, তখন আমার মনে এই দুঃখ হয় নাই যে, আমি এ জগৎ ছাড়িয়া যাইতেছি, পরন্তু আমার মনে তখন এই দুঃখ হইয়াছে যে, আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছি। ……হে আমার বিশ্বস্ত প্রভু! আমি তোমাকে তোমারই বিশ্বস্ততার শপথ দিতেছি, এই দুর্বল ব্যক্তিরা তাহাদিগের দুর্বলতা সত্ত্বেও তোমার সহিত বিশ্বস্ততা দেখাইয়াছে, তুমি শক্তিশালী হইয়া ইহাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকা করিও না। ইহা তোমার মর্যাদার উপযোগী নয় এবং তোমার পবিত্র গুণাবলির অনুমোদিত নহে। আমি এই ব্যক্তিদিগকে তোমার নিকট আমানতরূপে গচ্ছিত রাখিতেছি। হে সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বাসী! এই আমানতের খেয়ানত করিও না। এবং এ আমানত পূর্ণ-বিশ্বস্ততার সহিত সংরক্ষণ করিও। ……হে আমার প্রিয়জন! তোমাদের দ্বারা কটি বিচ্যুতিও হইয়াছে, কিন্তু আমি ইহা দেখিয়াছি যে, সর্বদাই আল্লাহতায়ালার ডাকে তোমরা সাড়া দিয়াছ। তোমরা মৃত্যুর ঘাটি সমূহ অতিক্রম করিয়াও আল্লাহ্তায়ালার দিকে ধাবিত হইয়াছ। আমার নিশ্চিত প্রত্যয় এই যে, খোদাতায়ালা তোমাদিগকে (একা) ছাড়িবেন না।……আমাদের খোদা সত্য খোদা, জিন্দা খোদা, বিশ্বস্ত খোদা। তোমরা সর্বদা তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল থাকিবে, এবং তোমাদের সন্তানদিগকেও এই উপদেশ দিয়া যাইবে। ……আমি আজীবন যখনই এইভাবে নিষ্ঠার সহিত দোয়া করিয়াছি, আমি কখনও ঐ দোয়া কবুল হওয়ার মধ্যে বিলম্ব হইতে দেখি নাই। যদি তোমরা এইরূপে আপন রাবের সহিত মহব্বত কর এবং তাহার নিকট প্রণত হও, তাহা হইলে তিনি সর্বদা তোমাদিগের সাহায্যার্থে আকাশ হইতে অবতরণ করিবেন। একটি সম্পদ আমি তোমাদিকে দান করিতেছি,—যাহা অফুরন্ত, একটি চিকিৎসা তোমাদিগের হাতে দিতেছি—যাহা প্রত্যেক রোগে অভ্রান্ত, একটি যষ্টী তোমাদের নিকট সমর্পণ করিতেছি—যাহা তোমাদের জীবনকালের একান্ত দুর্বলতার মুহূর্তেও নির্ভরযোগ্য এবং যাহা তোমাদের কোমর সোজা রাখিবে।

হে খোদা! তুমি তোমার এই বান্দাদিগের সঙ্গে হও। যখন তাহারা আমার ডাকে সাড়া দিয়াছে, তখন তাহারা প্রকৃতপক্ষে আমার ডাকে সাড়া দেয় নাই, বরং তোমার ডাকে সাড়া দিয়াছে। হে বিশ্বস্ত সত্যবাদী ও সত্য প্রতিশ্রুতিদানকারী খোদা! তুমি সর্বদা ইহাদের এবং ইহাদিগের সন্তানসন্ততির সঙ্গে থাকিও এবং তাহাদিগকে কখনও পরিত্যাগ করিও না। দুশমন কখনও যেন ইহাদের উপর জয়যুক্ত না হইতে পারে এবং ইহারা কখনও যেন এরূপ নৈরাশ্যের দিন না দেখে, যখন মানুষ নিজেকে সকল সাহায্য ও নির্ভর হইতে বঞ্চিত মনে করে। ইহারা যেন সর্বদা অনুভব করে যে, তুমি ইহাদিগের হৃদয়ে ও

ইহাদিগের মস্তিষ্কে অবস্থান করিতেছ এবং ইহাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছ। (আল্লাহুম্মা আমীন)

আল্লাহ্‌তায়ালা করুন, তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে যেন শোকগ্রস্ত না হও..... .....আমরা যেন সকলেই আল্লাহ্‌র ক্রোড়ে থাকি এবং মোহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম আমাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হন।"

(দৈনিক আল-ফজল, ২২শে মার্চ ১৯৫৫ ইং)

[১০]

যুবকদের উদ্দেশ্যে হযরত মোসলেহ্ মাওউদের উপদেশ বাণী

[একটি কবিতা হইতে]

(১) হে জামাতের তরুণগণ! আমার কিছু বক্তব্য আছে। কিন্তু উহার জন্য শর্ত এই যে, আমার বাণী যেন ব্যর্থ প্রতিপন্ন না হয়।

(২) কতক উপদেশ তোমাদিগকে দিতে চাই— যেন পরে আমার প্রতি কেহ কোন দোষারোপ করিতে না পারে।

(৩) যখন আমরা পরলোক গমন করিব তখন সমস্ত বোঝা তোমাদের কাঁধে পড়িবে। শৈথিল্য পরিত্যাগ কর, আরাম-প্রিয় হইও না।

(৪) দীনের সেবা আল্লাহ্‌তায়ালার একটি বিশেষ আশিস মনে করিবে। উহার বিনিময়ে পুরস্কারের অভিলাষী হইবে না।

(৫) হৃদয়ে থাকিবে দাহ, চক্ষু হইতে ঝরিবে অশ্রু। তোমাদের মধ্যে যেন ইসলামের মূলবস্তু থাকে, শুধু যেন নাম না থাকে।

(৬) সুখ বা দুঃখ, দারিদ্র অথবা প্রাচুর্য্য, যে কোন অবস্থাই হউক না কেন; ইসলামের প্রচার-কার্য যেন কখনও বন্ধ না হয়।

(৭) কাজ অত্যন্ত কঠিন এবং গন্তব্যস্থল দূরে। হে আমার বিশ্বস্তগণ! তোমাদের পদক্ষেপ যেন শিথিল না হয়।

(৮) নিষ্ঠা ও পবিত্রতার পথে যদি তোমরা এগিয়ে চল, তবে এমন কোন দুঃসহ বিষয় থাকিবে না যাহা সুসম্পন্ন হইবে না।

(৯) আমরা তো যে-প্রকারেই হউক কাজ করিয়া যাইতেছি। তোমাদিগের সময়ে যেন এই সেলসেলার দুর্নাম না হয়।

(১০) খোব, দুঃখ ও ব্যথার আঁধার হইতে যেন তোমরা নিরাপদ থাক।

আধ্যাত্মিক আলোকমালার সূর্য্য যেন সদা উজ্জ্বল থাকে, সন্ধ্যা যেন কখনও নামিয়া না আসে।

★

শুভ-বিবাহ

১৪ই নভেম্বর রবিবারে মৌঃ মোঃ আবদুস সালাম সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র বশীরুদ্দীন খালেদ আল-মোমেন ও জ্যেষ্ঠ কন্যা মুসাম্মাৎ সালিমা বেগমের শুভ-বিবাহ যথাক্রমে মুসাম্মাৎ রোকেয়া খানম ও মীর মোহাম্মদ দীন সাহেবের সহিত তাঁহার ১০নং জিন্দাবাহারস্থ বাসবাটিতে সুসম্পন্ন হয়। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন এই উভয় বিবাহ পরিবারবর্গ ও জামাতের জন্য বাবরকত হয়।

চলতি দুনিয়ার হালচাল

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

রক্তে নয় আদর্শে ঃ

কিছুদিন পূর্বে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী শ্রী চাগলা বলেছিলেন যে, পাক-ভারতের মুসলমানদের ধমনীতে 'হিন্দু রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। কারণ এদের পূর্ব পুরুষদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে হিন্দু ছিলেন। তারপর রক্তের কথা নিয়ে নানা পত্র পত্রিকায় বহু আলোচনা সমালোচনা চলছে।

এখানে কতকগুলো বিষয় গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখা দরকার। বর্তমান শতাব্দীতে কোন দেশের শিক্ষামন্ত্রীর পক্ষে এরূপভাবে রক্তের কথা তোলার পেছনে প্রধানতঃ দু'টো কারণই থাকতে পারে। প্রথমতঃ বর্তমান বিজ্ঞান সম্বন্ধে পরিপূর্ণ অজ্ঞতা অথবা কোন বিশেষ পরিবেশে ইচ্ছাকৃতভাবে সত্যের অপলাপ ঘটিয়ে উদ্দেশ্য হাসেল করা

আধুনিক বিজ্ঞান সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করে যে, বর্তমান বিশ্বে যত বর্ণ বৈচিত্রের লোকই বাস করুক না কেন সবাই একই উৎসমূল হতে সৃষ্ট। সবাই একই জাতির, *Homo Sapien.* অর্ন্তভুক্ত। বিভিন্ন কারণে মানুষের মধ্যে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়ে চলেছে। রক্তের জন্য বড়াই করার বা কাকেও হেয় জ্ঞান করার কোনই হেতু নেই। ব্যবধানের কারণ নিয়ে এখানে আলোচনায় যাচ্ছি না।

বর্তমান বিজ্ঞান বহু গবেষণা ও আরাধনা দ্বারা যে সত্যের প্রতিষ্ঠা করেছে কোরআন করীমে স্পষ্ট ভাষায় ইহার উল্লেখ দেখা যায়। 'মানুষ একই মণ্ডলীভুক্ত ছিল' যাক সে কথা। অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে সুযোগ সন্ধানীরা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রক্তের প্রশ্নটাকে অযথা বড় করে দেখিয়ে থাকে। অথচ সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বড় হলো মানুষের আদর্শের প্রেরণা। এজন্য আমাদিগকে বেশীদূর যেতে হবে না। হযরত রসুল করীম (সাঃ) আরবে জন্ম নিয়েছিলেন। যদি রক্তের কথাই বড় হতো তবে তাঁর মধ্যে পৌত্তলিক পূর্ব পুরুষদের রক্ত রয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বাপ-দাদারাও পৌত্তলিক ছিলেন। তা ছাড়া হযরত উমর (রাঃ) হযরত (সাঃ)-কে খুন করতে গিয়েছিলেন। অথচ ইমান আনার পরে হামেশা রসুল করীমের জন্য নিজের জান কোরবান করতে প্রস্তুত ছিলেন। তখন-কার আরব থেকে এমন বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যে মক্কাবাসিরা হযরত (সাঃ)-এর উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছিলেন তারাই তাঁর আলোক বর্তিকা বহন করার জন্য ত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা দেখালেন। অথচ ইতিহাসে ত এমন কিছু পাওয়া যায় না যে, যারা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর উপর ইমান এনেছিলেন তাদের শরীরের 'পৌত্তলিক রক্ত' সব বের করে দিয়ে 'ইসলামি রক্ত' প্রবেশ করিয়ে দিতেন। বা তিনি এমন কোন নিয়ম পদ্ধতি গ্রহণ করতেন যাতে তাদের রক্তের মধ্যে কোন পরিবর্তন সৃষ্টি হতো। দুনিয়াতে কোন জাতির মধ্যে এমনটি হয় না। তাই ইসলাম রক্তের জয়গান গায়নি। ইসলাম জোর দিয়েছে—আদর্শের উপর, জোর দিয়েছে ইমান, আমল ও নেতৃত্বের উপর। বস্তুতঃ সাম্প্রতিক হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের যুদ্ধে পাকিস্তানিরা ঐসবের উপরে ভিত্তি করেই সংখ্যায় ৪ গুণ বেশী শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। পাকিস্তানিদের মধ্যে যদি চাগলা সাহেবের উল্লিখিত রক্তের আছরই থাকত তবে

তারাও হিন্দুস্থানি সৈন্যদের মতই পিছটান দিত। রক্তের বড়াই মিথ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্যবাদেরই একচেটিয়া ব্যাপার। কিন্তু যারা ইসলামের অনুসারী বলে দাবী করেও রক্তের কথা ভুলতে পারছেন না বুঝতে হবে তারা বিশেষ পরিবেশে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই উঠে পড়ে লেগেছেন। তাই বলতে হয় রক্তের বড়াই, তাতে সত্য নাই। আদর্শের আহ্বান জাগায় নব প্রাণ।

অযথাই রংগের খেলা ঃ

দক্ষিণ রোডেশিয়ার শেতাঙ্গদের সংখ্যা ২ লক্ষের মত আর অশেতাঙ্গদের সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ। শেতাঙ্গরা এদেশের আদিম বাসিন্দাও নয় অথচ এরাই চাচ্ছে তাদের খেয়াল খুসিমত দেশের হর্তাকর্তা হতে।

রোডেশিয়ার একতরফা ঘোষণায় সারা দুনিয়ায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। এখানেও কয়েকটি বিষয় গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে। প্রথমতঃ সমগ্র মানবজাতি নিয়েই মানবতা। মানবতাকে যেমন রক্ত দিয়ে ভাগ করা যায় না, তেমনি ভাগ করা যায় না রং দিয়ে। মানুষের রং স্রষ্টার দান। ইহা কখনও বান্দার অপমানের কারণ হতে পারে না। এ জন্য কাকেও হেয় জ্ঞান করলে শুধু আমাদের অজ্ঞানতাই প্রকাশ পায় না, প্রকাশ পায় আমাদের হৃদয়ের ক্ষুদ্রতাও। এর দ্বারা দুনিয়ায় অশান্তির পথকেই প্রশস্ত করা হয়।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করতে হচ্ছে। কাল চামড়ার লোকদের বিশেষ করে নিগ্রোদেরকে ইংরেজীতে "*Coloured people*' অর্থাৎ 'রংগীন লোক বলা হয়। কথাটা যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বলা হয় তা মেনে নেওয়া উচিত নয়। আর যদি মেনে নিতে হয় তবে শেতাঙ্গদেরকে '*Discoloured people*' বলতে হবে। তাতে এই দাঁড়াবে যে, যাদের কোনই রং নেই তাদের আবার রংগের বড়াই। যাক, সে কথা।

কোন কোন দেশ তাদের মানবতাবিরোধি কাজকে নিজেদের আভ্যন্তরীন সমস্যা বলে দুনিয়াবাসির মানবতা-বোধের চাপ হতে রক্ষা পেতে চায়। কিন্তু তাদের বুঝা উচিত মানবতাবিরোধি কাজ যেখানে যেভাবেই হউক না কেন সবারই উচিত হবে ইহার প্রতিরোধে রুখে দাড়ান। তা না হলে দক্ষিণ রোডেশিয়ার শেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে কারো কিছু বলার থাকে না। কারণ স্বাধীনতা সবারই কাম্য। তা-ছাড়া এই প্রশ্নটি তাদের আভ্যন্তরীন ব্যাপারও বটে। তা সত্বেও অবস্থা এমন স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে যে, এই স্বাধীনতা মানবতা বিরোধি হয়ে উঠেছে। তাই জাতিসংঘ হতে শুরু করে যে সব জাতি জাতিসংঘের বাইরে আছে তারাও ইহার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে। এমন কি যে ভারত কাশ্মীরের উপর অকথ্য অত্যাচার, অবিচার চালিয়ে, আভ্যন্তরীন ব্যাপার বলে সব ধামা চাপা দিবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে ভারতও দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে গলা ছেড়ে দিয়ে প্রতিবাদের আওয়াজ তুলেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদের ধ্বজা ধারীরাও রুখে উঠেছে রংগের খেলার বিরুদ্ধে। সেদিন কবে আসবে যখন মানবতা, রক্তের বড়াই, রংগের অহংকার হতে মুক্ত হবে। মানবতাকে ইসলামই মাত্র এই পথের সন্ধান দিতে পারে।

একটি প্রশ্ন ঃ

হিন্দুস্থানের নেতারা কোমর বেঁধে দুনিয়া জুড়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে মেতে উঠেছে এই বলে যে, পাকিস্তান নাকি সাম্প্রতিক হিন্দুস্থান-পাকিস্তান যুদ্ধে ধর্মের কথা তুলেছে। পাকিস্তান ইসলামের নামে দেশবাসিকে আহ্বান জানিয়েছে। এই যুগে ধর্মের কথা বলে পাকিস্তান খুবই অন্যায় করেছে। মনে হয় পাকিস্তান এই অন্যায়ের আশ্রয় নিয়ে অন্যায়ভাবে হিন্দুস্থানকে উদ্দেশ্য হাসেল করতে বঞ্চিত করেছে।

এসব দেখে শুনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে এযুগে মানুষকে অধর্মের দিকে আহ্বান করাই শ্রেয় হবে কি? যদি তাই হয় তবে সত্যকে হত্যা করে মানবতাকে মিথ্যার আশ্রয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে নাকি?

কেন এমন হল :

হিন্দু ধর্মের পুরাতন ইতিহাসে এমন অনেক নজির পাওয়া যায় যাতে দেখা যায় রাজা এবং ধর্মীয় নেতারা কথা রক্ষার জন্য যে কোন ত্যাগের সম্মুখীন হয়েছেন। দশরথ, রামচন্দ্র, পঞ্চ-পাণ্ডব তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

রাজা দশরথ নিজের রাণীর কাছে দেওয়া কথা রাখতে গিয়ে প্রাণপ্রিয় এবং নির্দোষ পুত্রকেও বনবাসে পাঠাতে দ্বিধা করেন নি। রামচন্দ্রও পিতার কথা রক্ষায় যাতে কোন প্রকার ব্যাঘাত না ঘটে তজ্জন্য পিতার আদেশকে শিরধার্য্য করে নেন এবং দীর্ঘ ১৪ বৎসর ধরে অবর্ণনীয় বিপদের ভিতর দিয়ে জীবন কাটান। পঞ্চ-পাণ্ডবেরাও পাশা খেলায় হেরে যান। ঐ খেলার সর্ত রক্ষা করতে গিয়ে রাজ্য ছেড়ে ১৪ বৎসরের জন্য অতি কষ্টে বনবাসে দিন গুজরান করেন। রামচন্দ্র, পঞ্চ-পাণ্ডব হিন্দুদের ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনকে এখনও নানাদিক থেকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করছেন। দৈনন্দিন জীবনে হরহামেশা তার রাম নাম উচ্চারণ করে থাকেন। পঞ্চ-পাণ্ডবের নামে তারা মাথা নত করেন। এমন কি আদর্শ হিসেবে তারা এখনও রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখে থাকেন।

এমত অবস্থায় স্বতঃই প্রশ্ন জাগে বর্তমান যুগের হিন্দু নেতারা এমন হলেন কেন। কেন তাঁরা নিজেদের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ভাংতে এতটুকুন দ্বিধা করেন না। এমন কি আন্তরজাতিক সন্ধি, এগ্রিমেন্ট ইত্যাদিকেও এক তরফাভাবে পদদলিত করতে বিবেকের দংশন বোধ করেন না। এরূপ ব্যবহার দ্বারা তাঁরা যে তাঁদের পুরাতন ঐতিহ্যকেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখাচ্ছেন, রামায়ণ ও মহাভারতের শিক্ষা হতে নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন তাও অনুভব করছেন না।

হিন্দু ভারতের এই ঐতিহ্যবিহীণ ব্যবহারের কারণ খোঁজতে আমাদিগকে বেশী দূরে যেতে হবে না। তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষতার ব্যর্থ নীতিই তাঁদের জন্য এই অধঃপতন ডেকে এনেছে। তাঁরা বুঝতে পারছেন না যে, ধর্মকে ছেড়ে দিলে অধর্মের শিকারে পড়তে হয়। যারা ধর্মরক্ষা করতে গিয়ে বনবাসকে পর্যন্ত মাথায় পেতে নিয়েছেন তাঁদের উত্তরসূরীরা এখন এক শ্বাসে কথা দিচ্ছে আর নিশ্বাসের সাথেই তা দূরে নিক্ষেপ করে নানা মিথ্যা ছল চাতুরির আশ্রয় নিয়ে দুনিয়াকে প্রতারিত করার আপ্রাণ কোশেষ করছেন। তাতে হিন্দুস্থান শুধু বিভিন্ন দেশ হতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে না, তাদের পুরানো ঐতিহ্য হতেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। রামচন্দ্রের আদর্শকে বিদায় দিয়ে তারা রামরাজ্য গড়তে চান। এই নীতি যে তাদেরকে দুর্নীতির শেষ সীমায় নিয়ে যাবে এবং অশেষ দুর্গতি ডেকে আনবে তা বুঝতে পারলে পাড়া-পরশিরাও সুখ শান্তিতে বসবাস করতে পারত।

এরা ধর্মের নাম নেয় কেন :

হিন্দুস্থানের অঘোষিত ও বর্বরোচিত হানার বিরুদ্ধে ১৭ দিনের যুদ্ধে পাকিস্তানে যা সম্ভবপর হয়েছে—গত ১৭ বৎসরের জাতীয় জীবনে তা কল্পনার বাইরে ছিল—এমন কি ৭০ বৎসরেও তা সম্ভবপর হতো কি না কে জানে। সুতরাং আমাদের সফলতার মূল কারণ সমূহ গভীরভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন এবং জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎকে ঐ সবের উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলার জন্য সর্বতোভাবে তৎপর হওয়া দরকার। আমাদের এই কয়দিনের জীবনে পুঁথির রূপকথা 'ছয়দিনে উতরিলা ছয়মাসের পথ' যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। কোন মায়া কাঠির পরশে এমনটি হলো—এনিয়ে গবেষণার কোন প্রয়োজন পড়ে না। 'কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাহ্‌র' আহ্বানই তা সম্ভবপর করে তুলেছে। জাতীয় অস্তিত্বের মহাসংকটই আমাদিগকে কলেমার মর্মবাণী

নতুনভাবে উপলব্ধি করতে বাধ্য করেছে। এই নিয়ে কথা না বাড়িয়ে বলা যায় 'ইসলাম' আমাদিগকে শুধু রক্ষাই করে নি বরং একটি জাগ্রত জাতি হিসেবে দুনিয়ার বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। আমরা আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সবকিছুকেই খুঁজে পেয়েছি। বাইরের কোন ইজমই আমাদের পাথেয় হয়নি, কোন কাজে আসে নি।

ইসলামের নামে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে। এইবার প্রমাণ হলো ইসলামের নামেই পাকিস্তান টিকে থাকতে পারে—ইসলামের আদর্শই পাকিস্তানকে এগিয়ে নিতে পারে। এতে দ্বিধা সংকোচের আর কোনই অবকাশ নেই।

অপর দিকে হিন্দুস্থান তার 'তথাকথিত' ধর্মনিরপেক্ষতার জয় স্থির নিশ্চিত বলে দুনিয়ার সামনে অনেক ঢাক ঢোল বাজিয়েছেন। সুতরাং তাদের পরাজয় নিশ্চতভাবে ধর্মের নিকট ধর্মনিরপেক্ষতারই পরাজয়। এই সত্য আর ঢেকে রাখার কোনই পথ নেই।

কিন্তু এখন শুনতে বড়ই আশ্চর্য লাগে যে, কাশ্মা-কাটি করে যুদ্ধ বিরতি ঘটিয়েই হিন্দুস্থানের মহারথীরা আবার জোর গলায় প্রচার অভিযান চালিয়েছেন যে, পাকিস্তান ধর্মের 'সেকেলে' জিগির তোলে নাকি খুবই অন্যায় করছে। তা' না বলে আর উপায় কি, যে আদর্শ পাকিস্তানের মূল উৎস—ওটা তাদের প্রচার আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হবে বৈ কি। তবে আমরা তাঁদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই ধর্মের নামে যে পাকিস্তানের জন্ম সে পাকিস্তান তাদের মত অধর্মের কোন কিছুই করতে যাবে না। কোন অপ-প্রচারই পাকিস্তানকে ইসলামের আদর্শ হতে দূরে সরিয়ে নিতে পারবে না।

★

সুতরাং তোমরা সর্বদা সচেষ্ট থাক যেন কোরআন শরীফের এক বিন্দুবিসর্গও তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেয় এবং সে জন্য যেন তোমরা ধৃত না হও; কেননা বিন্দু পরিমাণ অন্যায়ও দণ্ডনীয়। সময় সংকীর্ণ এবং জীবনের কর্তব্য অতন্ত। দ্রুত চল, কারণ সন্ধ্যা আগতপ্রায়। যাহা কিছু উপস্থিত করিতে হইবে, তাহা পুনঃ পুনঃ দেখিয়া লও, যেন কোন কিছু থাকিয়া না যায় এবং শেষে যেন ক্ষতির কারণ না হয়, বা সকল কিছু পচা বা অচল বলিয়া বাদ্‌শাহের দরবারে অগ্রাহ্য না হয়।

—হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)

হযরত খলিফা সালেস (আইঃ)

আবু আরেফ মোহাম্মাদ ইসরাইল

হযরত মীর্যা নাসের আহ্‌মদ (আইঃ) তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি হযরত খলিফা সানি (রাযিঃ)-এর জীবিত পুত্রদের মধ্যে প্রথম। হযরত দ্বিতীয় খলিফা মোসলেহ্‌ মাওউদ (রাযিঃ)-এর প্রথম পুত্র অতি শৈশবেই পরলোক গমন করেন। তাঁহার নাম মীর্যা নাসির আহ্‌মদ রাখা হয়েছিল।

তৃতীয় খলিফা (আইঃ) ১৯০৯ ইসাব্দের ১৬ই নভেম্বর তারিখে কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর সহধর্মিণী হযরত উম্মুল মোমেনিনের সাহচর্যে শিক্ষা লাভ করেন। ধর্মীয় শিক্ষার দিক দিয়া তিনি কোরআনের হাফেজ এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলবী ফাজেল। অধিকন্তু তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ। তিনি উঁচুদরের বাগ্মী ও শক্তিশালী লেখক। তিনি তালিমুল ইসলাম কলেজের অধ্যক্ষ হইবার পূর্বে তালিমুল ইসলাম হাই স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। যৌবনে কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার সদর ছিলেন। প্রৌঢ়ে কেন্দ্রীয় মজালশে আনসারুল্লাহ্‌র নায়েবে সদর পদে বরিত হয়েছিলেন। তিনি নিগরান বোর্ডের ও সদর আঞ্জুমানের মেম্বার এবং খলিফাপদে বরিত হবার পূর্ব পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলেছেন; ঈমান সপ্তর্ষি-মণ্ডলে চলে গেলেও পারস্য বংশভূত এক বা একাধিক ব্যক্তি উহা নামিয়ে আনবেন এবং দুনিয়াতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবেন। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর আগমনে পূর্ণ হয়েছে। হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) পারস্য বংশভূত। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর একাধিক ব্যক্তি হলেন হযরত মোসলেহ্‌ মাওউদ (রাযিঃ) এবং নবনিযুক্ত খলিফা হযরত মীর্যা নাসের আহ্‌মদ (আইঃ)-এ বিষয়ে ইহুদীদের হাদিস শাস্ত্র তালমুদে লিপিবদ্ধ আছে যে, হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর রুহানী রাজত্বের উত্তরাধিকারী তাঁহার পুত্র ও তাঁহার পৌত্র হবেন। যেমন লিখিত আছে।

It is also said that he (The Messiah) shall die and his kingdom will descend to his son and grandson.

হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-খলিফা সালেস (আইঃ) সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং তিনি তাঁহাকে পুত্রদের মধ্যে গণ্য করেছেন যিনি নাফেলাহ্‌, অর্থাৎ পৌত্র স্বরূপ জন্মগ্রহণ করবেন। বিস্তারিত অবগতির জন্য আপনারা হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) লিখিত মওয়াহেবুর রহমান ও হকিকাতুল ওহি পাঠ করুন।

হযরত খলিফা সালেস মীর্যা নাসের আহ্‌মদ সাহেব গত ১৯৬৩ ইসাব্দের জলসায় ঢাকা আগমন করেছিলেন। তিনি আমাদিগকে এমন প্রোগ্রাম তৈরী করতে বলেছিলেন যেন বাংলা দেশে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে দুই লক্ষ লোককে

ইসলামে আনয়ন করতে পারি। এখন তিনি খলিফা পদে বরিত হয়েছেন। তিনিও সেই ১৯৬৩ ইসাব্দের ঢাকা জলসার কথা ভুলেন নাই, আমরাও যেন আমাদের কর্ম হতে বিচ্যুত না হই। আমরা যেন তাঁর দির্দেশ অনুযায়ী বাংলার এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ইসলামের আদর্শ সংস্থাপিত করি। এই দেশে হযরত শাহ্‌ জালাল (রহঃ), বারো আউলিয়া এবং অন্যান্য মহাপুরুষ আদর্শ সংস্থাপন করে ছিলেন, ফলে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

পূর্বে যেমন এই উপমহাদেশে ইসলাম ধর্ম পাঞ্জাব ও বাংলা দেশে বিস্তার লাভ করেছিল এবং ইসলাম বিস্তারের দায়িত্ব বাঙালী ও পাঞ্জাবীদের উপর ন্যস্ত হয়েছিল তেমনই এ-যুগেও পাঞ্জাবী ও বাঙালীদের উপর ন্যস্ত হয়েছে। এ সম্বন্ধে হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সানি (রাযিঃ)-এর বাণী স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

"ইসলাম স্বীয় উন্নতির জন্য পাঞ্জাব ও বাংলাকে বাছিয়া লইয়াছিল; অনুরূপভাবে আহ্‌মদীয়তে পাঞ্জাব ও বাংলাকে বাছিয়া লইয়াছে; কিন্তু মধ্যবর্তী স্থান সমূহ (অর্থাৎ ইউ, পি, সি, পি, বিহার প্রভৃতি স্থান) শূন্য রহিয়াছে। রাজদণ্ড এই দেয়াল ভাঙ্গিতে পারে নাই, কিন্তু প্রেমিক হৃদয় এই প্রতিবন্ধকতা দূর করিতে নিশ্চয় সফল হইবে।" [তারিখে আহ্‌মদীয়াত, ৫ম খণ্ড]

ভাইগণ পাঞ্জাবী ভাইদের মধ্যে অনেক প্রেমিক হৃদয়ের লোক রয়েছেন যারা শুধু পাক-ভারত উপ-মহাদেশে নয় বিদেশেও ইসলাম প্রচার করছেন, কিন্তু মাত্র কয়েক জন ছাড়া বাঙালীদের মধ্যে এখনও প্রেমিক হৃদয় সম্পন্ন লোকের আবির্ভাব হয় নাই। দোয়া করুন, নিজেদিগকে তৈরী করুন যেন আমাদের আদর্শ দর্শন করে বাংলা দেশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত লোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় একত্রিত হয় এবং পৃথিবীর কোণায় কোণায় ছড়িয়ে পড়ে—আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক দ্রব্যের পশরা বহন করে যেমন ছড়িয়ে পড়েছিল বৌদ্ধযুগে।

আসুন আমরা মিলিতভাবে দোয়া করি যেন আল্লাহ্‌ বাংলাদেশে আহ্‌মদীয়াতের বিজয় দান করেন। আমীন, সুম্মা আমীন।

★

কিন্তু এই সকল স্বর্গীয় আশিস্‌ লাভ করিতে হইলে সর্বপ্রথমে হৃদয় পবিত্র, নিষ্ঠ ও সরল হওয়া আবশ্যক। ইহার পর উল্লিখিত সকল কিছু তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।

—মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ)

এক নজরে মাহমুদ চরিত

১৮৮৪ সালের প্রথম দিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক এক অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন সন্তান জন্ম হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী।

১৮৮৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী এক বিশেষ প্রচারপত্র দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণীর ঘোষণা।

১৮৮৮ সালের ১লা ডিসেম্বরে মাহমুদ (রাজিঃ)-এর জন্ম সম্বন্ধে 'সবুজ ইস্তাহার' প্রকাশ।

১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী, 'সোমবার' মাহ্মুদের জন্ম।

১৯০৬ সালে 'তাশহীজুল আজহান' সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ সালে একই নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। মাহমুদ ইহার সম্পাদক হন। সালানা জলসায় সর্বপ্রথম বক্তৃতা করেন। বিষয় ছিল 'শেরেকের মূলোৎপাটন'।

১৯০৭ সালে ঐ পত্রিকা মাসিকে রূপান্তরিত হয়।

১৯০৮ সালের ২৬শে মে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ওফাত। মাহ্মুদের প্রতিজ্ঞা যে কখনও মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আদর্শ হতে দূরে যাবেন না।

হযরত মৌলবী নুরুদ্দীন (রাঃ)-এর খেলাফত লাভ।

১৯১১ সালে মাহ্মুদ কর্তৃক 'আঞ্জুমানে আনছারুল্লা'র প্রতিষ্ঠা।

১৯১৩ সালের ১৮ই জুন – প্রথম সাপ্তাহিক 'আল-ফজল' প্রকাশিত। পরে ইহা দৈনিকের রূপ নেয়।

১৯১৪ সালের ১৩ই মার্চ শুক্রবারে হযরত মৌলবী নুরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ)-এর ওফাত।

১৪ই মার্চ হযরত মাহমুদ দ্বিতীয় খলিফারূপে নির্বাচিত হন। মৌলানা মোহাম্মাদ আলী ও তাঁহার মতাবলম্বীগণ মাহ্মুদের হাতে বয়েত গ্রহণ করতে বিরত থাকেন।

১৯১৫ সালে মিনারাতুল মসীহ্ নির্মাণের স্থগিত কার্য্য সম্পন্ন করেন। কাজী আবদুল্লাহ্ সাহেবকে মোবাল্লেগরূপে লণ্ডন প্রেরণ।

১৯১৬ সালে ১ম পারা কোরআনের উর্দু ও ইংরাজী তরজমা ও তফসীর প্রকাশ।

১৯১৭ সালে হযরত মুফতি মোহাম্মাদ সাদেক সাহেবকে মুবাল্লিগরূপে লণ্ডন প্রেরণ।

১৯১৮ সালে জীবন ওয়াকফের তহরীক প্রবর্তন।

১৯১৯ সালে হযরত মাহ্মুদ কর্তৃক বিভিন্ন নেজারতের প্রতিষ্ঠা।

১৯২০ সালে আমেরিকায় হযরত মুফতি মোহাম্মাদ সাদেক সাহেবকে প্রথম মুবাল্লিগ হিসাবে প্রেরণ। খেলাফত আন্দোলনে ও অসহযোগ আন্দোলনে প্রকৃত পথ-প্রদর্শন।

১৯২১ সালে হিজরত আন্দোলনে পথ-প্রদর্শন। মৌলবী আবদুর রহীম নাইয়ার সাহেবকে পশ্চিম আফ্রিকায় প্রেরণ ও বার্লিনে মৌলবী মোবারক আলী সাহেবকে প্রেরণ।

১৯২২ সালে মজলিশে শোরা ও লাজনা এমাউল্লাহ্ প্রতিষ্ঠা।

১৯২৩ সালে 'মালকানা ক্যাম্পেইন' পরিচালনা; মিশরে শেখ মাহ্মুদ ইরফানী সাহেব কর্তৃক তবলিগ কার্য্য আরম্ভ।

১৯২৪ সালে লণ্ডন সফর। 'আহ্মদীয়ত' অর ট্রু ইসলাম' Ahmadiyyat or The true Islam পুস্তক প্রকাশ।

লণ্ডন মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

১৯২৫ সালে মেয়েদের মাদ্রাসা স্থাপন।

১৯২৭ সালে ধর্ম-নেতাগণের সম্মান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, মোসলমানদের আর্থিক উন্নতির আন্দোলন।

১৯২৮ সালে 'রঙ্গিলা রছুল' প্রবন্ধের উত্তরে জামাতকে বাৎসরিক 'নবী দিবস' প্রতিপালনের নির্দেশ। জামেয়া আহ্‌মদীয়া প্রতিষ্ঠা।

১৯২৯ সালে নসরত গার্লস হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা।

১৯৩০ সালে সাইমন কমিশন রিপোর্টের সমালোচনা করিয়া রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সের প্রতিনিধির নিকট পুস্তক প্রেরণ।

১৯৩১ সালে কাশ্মীর কমিটির প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন।

১৯৩৩-৩৪ সালে আহরারি ফেৎনার উদ্ভব ও তাহরিকে জদিদের পত্তন।

১৯৩৭ সালে মৌলবী আবদুর রহমান মিশরিকে জামাত হইতে বহিষ্কার।

১৯৩৮ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া এবং আত্‌ফালুল আহ্‌মদীয়া মজলিস প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৯ সালে জুবিলি উৎসব উদযাপন: জমাতকে 'সর্ব ধর্ম প্রবর্তক দিবস' প্রতিপালনের নির্দেশ দেন। জামাতের পতাকা, খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার পতাকা উত্তোলন।

১৯৪১ সালে ফজলে ওমর গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা। ডালহৌসীতে তাঁহার বাসভবনে পুলিশের অন্যায় আচরণ। পবিত্র স্থানগুলি হেফাজতের জন্য লাহোর রেডিও ষ্টেশনে বক্তৃতা।

১৯৪২ সালের ২৯শে মে প্রথম 'ভেকারে-আমল' আন্দোলন এবং স্বয়ং যোগদান।

১৯৪৪ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী হুশিয়ারপুরে মোস্‌লেহ্ মাউদ হইবার দাবী করেন।

১৯৪৫ সালে ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশে ব্যাপক-ভাবে ইসলামের তবলীগ সম্প্রসারণের জন্য একদল মোবাল্লেগ প্রেরণ।

১৮৪৫ সালে 'হিল্ ফুল্-ফজল' তহরীক পুনরুদ্ধার।

১৯৪৬ সালে বিশ্বের আটটি বিখ্যাত ভাষায় কোরআন শরীফের অনুবাদ সমাপ্ত হওয়ার ঘোষণা।

১৯৪৬ সালে ফজলে উমর রিসার্চ ইনিসটিটিউট-এর ভিত্তি-স্থাপন।

১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে কাদিয়ান হইতে হিজরত।

১৯৪৮ সালের ২০শে সেপ্টেম্বরে আহ্‌মদীয়তের নতুন কেন্দ্র রাবওয়ার ভিত্তি স্থাপন।

১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে রাবওয়াতে প্রথম সালানা জলসা। কোরআন করীমের ইংরেজী তফসিরের ভূমিকা ও প্রথম ১০ ছিপারা প্রকাশিত।

১৯৫২—৫৩ সালে পাঞ্জাব দাঙ্গা এবং হযরত মাহমুদ (রাযি)-এর সাফল্য জনক নেতৃত্ব।

১৯৫৪ সালের ১০ই মার্চ আততায়ীর ছুরিকায় আহত।

১৯৫৫ সালে কোরআন করীমের ডাচ ভাষায় তরজমা প্রকাশ।

১৯৫৫ সালে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য লাভের জন্য ইউরোপ সফর ও ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তন।

১৯৫৬ সালে খেলাফতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের দরুণ মৌলবী আবদুল ওহাব ওমর, মৌলবী আবদুল মান্নান ও আরো ১২ জনকে জামাত হইতে বহিষ্কার।

১৯৫৭ সালে তফসীরে সগীর (কোরআন শরীফের তরজমা ও তফসির) প্রকাশ।

১৯৫৮ সালে তাহ্‌রীক ওয়াককে জাদীদের পত্তন।

১৯৫৯ সালে জার্মানী ভাষায় কোরআন শরীফের তরজমার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ

১৯৬০ সালে নিগরান বোর্ড গঠনের মঞ্জুরী দান।

১৯৬৪ সালে দ্বিতীয় খেলাফতের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইলে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট জামাতের বিশেষ দোয়া ও কৃতজ্ঞ প্রকাশ।

১৯৬৫ সালের ৮ই নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তান সময় ভোর ৩টা ২০ মিনিটে পরলোক গমন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজেউন

সম্পাদকীয়

পরপারের ডাকে

আহ্‌মদীয়া জগতের প্রিয় নেতা হযরত মীর্যা বশির উদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ সানি (রাযিঃ) গত ৮ই নভেম্বর তারিখে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহের রাজেউন। পরপারের ডাক যখন আসে তখন কেউ তা স্থগিত রাখতে পারেন না, প্রাণপ্রিয়জনকেও কেউ ধরে রাখতে পারেন না।

মৃত্যু প্রাণীর জন্য স্রষ্টার অমোঘ বিধান। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব সুন্দর সৃষ্টি মানুষরও এর হাত হতে রেহাই নেই। রাজা-প্রজা ধনী-দরিদ্র, রোগী-ডাক্তার শাদী-কাল, নারী-পুরুষ, নবী-রসুল কেহই মৃত্যুকে এড়াতে পারেন না। জীব জগতের সর্বত্র রয়েছে মৃত্যুর অপ্রতিহত গতি। কোরআন করীমে আল্লাহ্‌তালা বলেছেন—(কুল্লু নাফছেন জায়কাতুল মাউত)। বলতে গেলে মৃত্যুই যেন জীবন ও জড়ের মধ্যে পার্থকের একটি বিরাট রেখা টেনে রেখেছে। জন্মের পর সবচেয়ে সত্য, সবচেয়ে নিশ্চিত বিষয় হলো মৃত্যু।

মানব জীবনের বৈশিষ্ট্য তার মৃত্যুর মধ্যেও প্রতিফলিত হয়ে থাকে। তার মৃত্যুর দুটো দিক অতি সুস্পষ্ট। প্রথমতঃ মৃত্যুর দৈহিক দিকের কথা ধরা যাক। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষের দৈহিক মৃত্যু ঘটে থাকে। কিন্তু এখানেই তার জীবনের শেষ নয়। তাঁর মৃত্যুর আরো একটি দিক আছে যাকে বলা যায় সামাজিক মৃত্যু, অর্থাৎ যখন মৃত্যুর পর কোন মানুষের নাম নিশানা পরবর্তী বংশধরদের স্মৃতি হতেও ধূয়ে মুছে যায়। বস্তুতঃ মানুষের এই দ্বিতীয় মৃত্যু নির্ভর করে প্রতিভা, সাধনা, আদর্শ-প্রীতি, মানবতার সেবা এবং সর্বোপরি স্রষ্টার সাথে তার সম্পর্কের সাথে। এ সবের মাধ্যমেই মানুষ মরেও অমর হন, পরবর্তীদের স্মৃতির মণিকোঠায় জাগরুক থাকেন। এ পথেই সে মরেও মৃত্যুকে জয় করেন।

মানুষের অমরত্বের কষ্টিপাথরে যাচাই করলে দেখা যাবে হযরত মাহ্‌মুদ (রাযিঃ)-এর স্মৃতি কখনও ম্লান হবে না। তিনি ছিলেন হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর প্রতিশ্রুত পুত্র। ছিলেন তিনি মাওউদ খলিফা। জীবন ভর তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য জগতময় অবিরাম জেহাদ পরিচালনা করে গিয়েছেন।

তিনি এমন প্রতিভার অধিকারী ছিলেন যা শত শত বৎসর ধরে মানব ইতিহাসের গতিকে প্রভাবান্বিত করে থাকে। তিনি ছিলেন ঐশি নিদর্শনের ও মানব প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মৃত্যু তাঁর দ্বিতীয় অর্থাৎ সামাজিক মৃত্যুর উপর এতটুকুন হাত বুলাতে পারবে না। দুনিয়াতে ইসলাম তথা আহ্‌মদীয়াত যতই বিস্তার লাভ করবে ততই হযরত মাহ্‌মুদের (রাযিঃ) স্মৃতিও প্রসারিত হতে থাকবে।

মহাপুরুষগণ যখন পরপারের ডাকে চলে যান তখন অনুগামীদেরকে শোকে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে ভেংগে পড়লে চলে না। বরং তখনই তাদেরকে আল্লাহ্‌র উপর পরিপূর্ণ ভরসা করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন শপথ গ্রহণ করতে হয়। দায়িত্ব তাদের তখন অনেকগুণ বেড়ে যায়। এ জন্য তাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হয় নতুন নেতা নির্বাচিত করে তাঁর পশ্চাতে 'সীসা গলিত প্রাচীরের মত' দণ্ডায়মান হওয়া। তৎপর উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে তাঁর আদর্শকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সমবেত ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। আল্লাহ্‌র রহমতে হযরত হাফেজ মীর্যা নাসের আহ্‌মদ (আইঃ) আহ্‌মদীয়া জামাতের খলিফা নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বের পেছনে সব আহ্‌মদী ভাই-বোনদেরকে এক কাতারে দাঁড়াতে হবে এবং এগিয়ে যেতে হবে বিজয়ের পথে।

আল্লাহ্‌র দরগাহে জানাই মোনাজাত যেন তিনি হযরত মাহ্‌মুদ রাঃ) এর আত্মার উপর খাছ রহমত নাজেল করেন ও তার নৈকট্য দান করেন। তিনি যেন বর্তমান খলিফা হযরত নাসের আহ্‌মদ (আইঃ)-এর নেতৃত্বকে বাবরকত করেন, জামাত ও বিশ্ববাসীর জন্য আশিস স্বরূপ করেন। আমীন।

★

খলীফার বয়াত অপরিহার্য্য ফার্‌য

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আওয়াল (রাযিঃ)-এর পবিত্র নির্দেশ

আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

"কোন এক ব্যক্তি হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আওয়াল (রাঃ)-এর নিকট লিখিয়াছিলেন যে, 'আপনার নিকট বয়াত করা কি অপরিহার্য্য ও ফার্‌য?'.... ফরমাইয়াছেন যে, মূল বয়াতের জন্য যে বিধি, তাহাই উহার শাখার জন্য প্রযোজ্য। কেননা সাহাবারা (রাযিঃ) হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু-আলায়হে ওয়া সাল্লামকে সমাহিত করিবার পূর্বে খলীফার হাতে বয়াত করা জরুরী ও অগ্রগন্য মনে করিয়াছিলেন, এবং তাহা কার্য্যকরী করিয়াছিলেন।"

[বদর পত্রিকা – ৩রা মার্চ, ১৯০৯ ইং]

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

"কোন ব্যক্তি যেন ইহা মনে না করে যে, যেহেতু আমরা হযরত গোলাম আহ্‌মদ সাহেব আলায়হেসসালামকে ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্‌ মাওউদ স্বরূপ মানি, সেইহেতু এখন আল্লামা নুরুদ্দীনের হাতে বয়াত করার প্রয়োজন কি?....প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজের জন্য নিজেই দায়ী... প্রত্যেকের বয়াতের জন্য পত্র লেখা উচিত; যাহাতে সে যেন সেই কল্যাণের ভাগী হইতে পারে, যাহা রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর হাদিস – يد الله على الجماعة (অর্থাৎ এক ইমামের হস্তে বয়াত করিয়া ঐক্যবদ্ধদলের উপর আল্লাহ্‌র হেফাজত, রহমত ও বরকতের হাত রহিয়াছে – অনুবাদক) বাণীতে উল্লেখিত আছে।" [৯ই জুলাই, ১৯০৮ ইং]

"আল-ওসিয়াতে" বর্ণিত ওয়াদানুযায়ী আল্লাহ্‌তায়ালা পুনরায় তৃতীয় খেলাফত কায়েম করিয়া আহ্‌মদীয়া জামাতকে এক হস্তে একত্রিত করিয়াছেন। উপরুল্লিখিত হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আওয়াল (রাঃ)-এর পবিত্র নির্দেশ ও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পবিত্র হাদিস অনুসারে প্রত্যেক আহ্‌মদীর অবশ্য কর্তব্য হযরত মির্জা নাসের আহ্‌মদ খলীফাতুল মসীহ্‌ সালেস (আইঃ)-এর নিকট বয়াত করা। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে খেলাফতের স্বর্গীয় পতাকা তলে দণ্ডায়মান হইয়া ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের জন্য সর্বাত্মক কোরবানী ও আল্লাহ্‌র আশিস লাভ করিবার তৌফিক দিন। আমীন।

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে এবং অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারি প্রশ্নের উত্তর :	লিখক—হযরত গোলাম আহমদ (আ:)
২।	খ্রীষ্টান ভাইদের উদ্দেশ্যে নিবেদন :	,, মৌলবী মোহাম্মাদ বি. এ.
৩।	মৌজুদা ইছাইয়ত কা তারেফ (উর্দ্দু)	,, মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী
৪।	Jesus live up to the old age of 120	,, মৌলানা জালালউদ্দীন শামছ্
৫।	সুসমাচার	,, আহমদ তৌফিক চৌধুরী
৬।	যীশু কি ঈশ্বর ?	,, ,,
৭।	ভূস্বর্গে যীশু	,, ,,
৮।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সা:)	,, ,,
৯।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
১০।	আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত	,, ,,
১১।	ওফাতে ইছা ইবনে মরিয়াম	,, ,,
১২।	যীশুর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বরে ?	,, ,,
১৩।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ (যন্ত্রস্থ)	,, ,,
১৪।	হোশান্না	,, ,,
১৫।	ইমাম মাহদীর আবির্ভাব	,, ,,

ইহা ছাড়া জমাতের অন্যান্য পুস্তকও পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান :
এ. টি. চৌধুরী
২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

Published & Printed by Md Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.